মক্কা-মদিনায় সেলফি, ভিডিওগ্রাফি নিষিদ্ধ

সারে-জমিন

বিদ্যুৎ পরিষেবা না থাকায় বিক্ষোভ

রূপসী বাংলা

বিজেপিতে শুরু হয়ে গেছে দোষারোপের পালা

সম্পাদকীয়

বিজেপি ভিজিটিং কার্ড হয়ে যাবে: কুণাল ঘোষ

সাধারণ

বিশ্বকাপ আক্ষেপ হয়েই থাকল নিউজিল্যান্ডের সোনালি প্রজন্মের

খেলতে খেলতে

আপনজন

APONZONE
Bengali Daily

ইনসাফের পক্ষে নির্ভীক কণ্ঠস্বর

শনিবার
১৫ জুন, ২০২৪
২ আষাঢ় ১৪৩১
৮ জিলহজ, ১৪৪৫ হিজরি
সম্পাদক
জাইদুল হক

Vol.: 19 ■ Issue: 162 ■ Daily APONZONE ■ 15 June 2024 ■ Saturday ■ Kolkata ■ RNI: WBBEN/2004/14450 ■ Price: Rs. 5.00 ■ Pages: 6 ■ www.aponzonepatrika.com/epaper.php

প্রথম নজর

ভদোদারা পুরসভা জমি দখলের নোটিশ দিল ইউসুফ পাঠানকে

আপনজন ডেস্ক: গুজরাতের বিজেপি শাসিত ভদোদরা মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন (ভিএমসি) প্রাক্তন ভারতীয় ক্রিকেটার এবং তৃণমূল কংগ্রেসের নবনির্বাচিত সাংসদ ইউসুফ পাঠানকে জমি দখলের অভিযোগে নোটিশ পাঠিয়েছে। ভিএমসির স্ট্যান্ডিং কমিটির চেয়ারম্যান শীতল মিস্ত্রি বৃহস্পতিবার সংবাদমাধ্যমকে জানান, বিজেপির প্রাক্তন কর্পোরেটর বিজয় পাওয়ার বিষয়টি তুলে ধরার পরে ৬ জুন পাঠানকে নোটিশ পাঠানো হয়েছে। পাঠান লোকসভা নির্বাচনে বহরমপুর আসন থেকে জিতেছিলেন যার ফলাফল ৪ জুন ঘোষণা করা হয়েছিল।

এর আগে সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলার সময় পাওয়ার অভিযোগ করেছিলেন যে ২০১২ সালে পাঠানকে জমি বিক্রির জন্য ভিএমসির প্রস্তাব রাজ্য সরকার প্রত্যাখ্যান করলেও নবনির্বাচিত সাংসদ একটি প্রাচীর তৈরি করে জমিটি দখল করেছিলেন।

ইউসুফ পাঠানের বিরুদ্ধে আমার কোনও ক্ষোভ নেই। টিপি ২২ এর অধীনে তানাদালজা অঞ্চলে

একটি প্লট ভিএমসির মালিকানাধীন একটি আবাসিক প্লট। ২০১২ সালে, পাঠান ভিএমসির কাছে এই জমিটি দাবি করেছিলেন কারণ তার বাড়ি, যা সেই সময়ে নির্মাণাধীন ছিল, সেই জমির সংলগ্ন ছিল। প্রতি বর্গমিটারে প্রায় ৫৭ হাজার টাকা দেওয়ার প্রস্তাব দিয়েছিলেন তিনি। ভিএমসির একটি চিঠি অনুসারে, ২০১২ সালের ২৭ মার্চ জমিটি ৯৯ বছরের জন্য আবাসিক ব্যবহারের জন্য ইউসুফ পাঠানকে ইজারা দেওয়ার কথা ছিল। তবে, ২০১৪ সালের ১৮ জুন গান্ধীনগরের নগরোন্নয়ন ও নগর আবাসন বিভাগের ডেপুটি সেক্রেটারি অশোক সিং পারমার ভিএমসি কমিশনারকে চিঠি লিখে জানান যে কোনও নিলাম না হওয়ায় দরপত্র বাতিল করা হয়েছে। এরই মধ্যে পাঠান ৯০ নম্বর প্লটে একটি ঘোড়ার আস্তাবল তৈরি করে ফেলেছিলেন।

আজ হজ, লাব্বাইক ধ্বনিতে মুখরিত আরাফাতের ময়দান

আপনজন ডেস্ক: পবিত্র হজ শুরু হচ্ছে আজ। ৯ জিলহজ (সৌদি আরবের স্থানীয় সময়) আরাফাতের ময়দানে অবস্থানের দিনকেই হজের দিন বলা হয়। এ দিনের নাম ইয়াওমুল আরাফা। 'লাব্বাইক, আল্লাহুম্মা লাব্বাইক, লাব্বাইকা লা শারিকা লাকা লাব্বাইক' ধ্বনিতে আজ আরফাতের ময়দান মুখরিত হবে। সারা বিশ্বের প্রায় ২০ লাখ মানুষ এবার হজে অংশ নিচ্ছেন। পবিত্র হজের মূল আনুষ্ঠানিকতা শুরু হয়েছে মিনায় মুসল্লিদের জড়ো হওয়ার মধ্য দিয়ে। শুক্রবার (স্থানীয় সময় ৮ জিলহজ) সকাল থেকে মূল আনুষ্ঠানিকতা শুরু হলেও বৃহস্পতিবার দুপুরে ইসলামের পবিত্রতম স্থান কাবা শরিফ তাওয়াফের পর বিকেল থেকেই হাজিরা মক্কা থেকে আট কিলোমিটার দূরের মিনার উদ্দেশে কেউ হেঁটে, আবার কেউ গাড়িতে চড়ে মিনার উদ্দেশে রওনা দেন। অন্যান্য দেশের হাজীদের সাথে ভারতেরর হাজিরাও রওনা হন মিনার পথে। এ সময় গুঞ্জরিত হয় তালবিয়া-'লাব্বাইক আল্লাহুম্মা লাব্বাইক। লাব্বাইকা লা শারিকা লাকা লাব্বাইক। ইন্নালহামদা ওয়াননি'মাতা লাকা ওয়াল মূলক, লা শারিকা লাক।'

মিনায় পৌঁছে হাজীরা ফজর থেকে শুরু করে এশা অর্থাৎ পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ আদায় করেন নিজ নিজ তাঁবুতে। মিনায় রাতে অবস্থান করে হাজীরা মহান সৃষ্টিকর্তা আল্লাহর ইবাদত-বন্দেগিতে মশগুল থাকবেন।আজ শনিবার হাজীরা আরাফাত ময়দানে সমবেত হবেন। তবে গতকাল রাতেই অনেকে মিনা থেকে ১০ কিলোমিটার দক্ষিণ-পূর্বে অবস্থিত ঐতিহাসিক আরাফাতের ময়দানের দিকে রওনা হন। আরাফাতে যাওয়ার দীর্ঘ পথ পাড়ি দিতে মুসল্লিরা হেঁটে, হুইল চেয়ারে, বাসে- যে যেভাবে পারেন পৌঁছবেন। সূর্যোদয় থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত সেখানে অবস্থান করবেন হাজিরা। কেউ পাহাড়ের কাছে, কেউ সুবিধাজনক জায়গায় বসে ইবাদত করবেন। আরাফাতের ময়দানে অবস্থান করাই হজের মূল আনুষ্ঠানিকতা। মিনা থেকে এসে হাজিরা এখানে খুতবা শোনার পর একই সাথে জোহর ও আসরের নামাজ সংক্ষিপ্তভাবে আদায় করবেন। মিনায় শয়তানের উদ্দেশে সাতটি পাথর মারার পর পশু কোরবানি দেবেন হাজিরা। আগামীকাল কোরবানি দেবেন। অধিকাংশ হাজি নিজে বা বিশ্বস্ত লোক দিয়ে পশুর হাট ও জবাই করার স্থানে (মুস্তাহালাকা) গিয়ে কুরবানি দেন। কুরবানির পর হাজিরা মাথার চুল ছেঁটে গোসল করবেন। সেলাইবিহীন দুই টুকরো কাপড় বদল করবেন। এরপর স্বাভাবিক পোশাক পরে মিনা থেকে মক্কায় গিয়ে পবিত্র কাবা শরিফ সাতবার তাওয়াফ করবেন। মসজিদুল হারাম সম্প্রসারণের ফলে এখন প্রতি ঘণ্টায় ১ লাখ ৭ হাজার মানুষ তাওয়াফ করতে পারেন। কাবার সামনের দুই পাহাড় সাফা ও মারওয়ায় 'সাঈ' (সাতবার দৌড়াবেন) করবেন হাজিরা। সেখান থেকে তারা আবার মিনায় যাবেন। মিনায় যত দিন থাকবেন, তত দিন তিনটি (বড়, মধ্যম, ছোট) শয়তানকে ২১টি পাথর মারবেন। এ আরাফাতের ময়দানেই মানবতার মুক্তির দূত মহানবী হজরত মুহাম্মদ সা: বিদায় হজের ভাষণ দিয়েছিলেন। এ বছর আরাফাতের ময়দানে হজের খুতবা দেবেন মসজিদুল হারামের ইমাম ও খতিব শায়খ ড. মাহের বিন হামাদ বিন মুয়াকল আল মুয়াইকিলি।

সিআইডি তদন্ত দাবি সিদ্দিকুল্লাহর

ফারদিন খুনে কিডনি চক্রের হাত থাকার রহস্য ধূমায়িত হচ্ছে

এম মেহেদী সানি ● বারাসত

আপনজন: উত্তর ২৪ পরগনার বারাসতের কাজীপাড়ায় নিখোঁজ থাকা এক পঞ্চম শ্রেণির ছাত্র খুনের ঘটনায় রহস্য ক্রমশ ধূমায়িত হচ্ছে। কাজীপাড়ার এক ইমাম গোলাম নবীর পুত্র পঞ্চম শ্রেণির ছাত্র ১১ বছরের বয়সি ছেলে ফারদিন নবি ৯ জুন থেকে নিখোঁজ হওয়ার পর বৃহস্পতিবার তার ঝুলন্ত দেহ মেলে একটির বাড়ির বাথরুম থেকে। ফারদিনের দেহ ময়নাতদন্তের জন্য পুলিশ যখন নিয়ে যায় তখন তার পেটে কাটার দাগ ও চোখ উপড়ানো চোখে পড়ে বলে দাবি তার পরিবারের। সেই ঘটনাকে ঘিরে উত্তাল হয়ে ওঠে বারাসতের কাজিপাড়া। পরিস্থিতি সামাল দিতে হিমশিম খেতে হয় পুলিশকে। বারাসাত পুলিশ জেলার পুলিশ সুপার প্রতীক্ষা ঝাড়খাড়িয়া বলেন, দেহের ময়নাতদন্ত হয়েছে এদিন। কিশোর ফারদিনকে শ্বাসরোধ করে খুন করা হয়েছে বলে আমরা প্রাথমিকভাবে জানতে পেরেছি। ময়নাতদন্তের রিপোর্ট অনুযায়ী তদন্ত এগিয়ে নিয়ে যাওয়া হবে।পরিবারের পক্ষ থেকেও একটা খুনের অভিযোগ দায়ের হয়েছে। এর তদন্তের জন্য ফরেন্সিক দলকে খবর দেওয়া

হয়েছে। অতিরিক্ত পুলিশ সুপারের নেতৃত্বে একটি স্পেশাল তদন্তকারী টিম গোটা ঘটনার তদন্ত করছে। নিখোঁজের অভিযোগের পর পুলিশ তদন্ত করেছে। কিন্তু কোনও তথ্য পাওয়া যায়নি। পুলিশ সুপার এই খুনের পিছনে কিডনি চক্রের ভুমিকা থাকার কথা অস্বীকার করেন। এসপির দাবি, ময়নাতদন্ত সঠিকভাবেই হয়েছে। এই খুনের ঘটনার সিআইডি তদন্ত দাবি করেছেন মন্ত্রী মাওলানা সিদ্দিকুল্লাহ চৌধুরি। তিনি বলেন, পরিবারের অভিযোগকে আমল দেওয়া দরকার। তবে, ইতিমধ্যে ফারদিনের পরিবারের তরফে প্রশ্ন তোলা হচ্ছে, ইমামের সঙ্গে যেহেতু কারও বিরোধ ছিল না, তাই হঠাৎ কেন তার কিশোর পুত্রকে খুন। আর তার পেটে লম্বা কাটার দাগ, কিংবা চোখ উপড়ানোর ঘটনার পিছনে কিডনি চক্রের হাত থাকার আশঙ্কা করছে তার পরিবার।

গুজরাতে সরকারি হাউজিংয়ে মুসলিম মহিলার ফ্ল্যাট বরাদ্দের বিরোধিতায় সরব বাসিন্দারা

২০১৮ সাল থেকে দখল দেওয়া হচ্ছে না

আপনজন ডেস্ক: গুজরাট সরকারের প্রকল্পে ভদোদরা মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন (ভিএমসি) দ্বারা নির্মিত একটি হাউজিং কমপ্লেক্সের বেশ কয়েকজন বাসিন্দা একজন মুসলিম মহিলাকে ফ্ল্যাট বরাদ্দের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করছেন, কারণ এই এলাকাটি কেবল হিন্দুদের জন্য। ফ্ল্যাট বরাদ্দ বাতিলের দাবিতে বাসিন্দারা আন্দোলন আরও তীব্র করে বিষয়টি রাজ্য সরকার ও কেন্দ্রের কাছে তুলে ধরার হুঁশিয়ারি দিয়েছেন।

ওই মহিলা জানান, বছর ছয়েক আগে তাঁকে বাড়িটি বরাদ্দ করা হলেও অন্য বাসিন্দাদের বিরোধিতার কারণে তিনি সেখানে ঢুকতে পারেননি। যদিও বাসিন্দারা দাবি করেছেন যে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের সদস্যদের জন্য বাড়ি বরাদ্দ করা যায় না কারণ হারনি এলাকা, যেখানে কমপ্লেক্সটি অবস্থিত, হিন্দু বাসিন্দাদের একটি এলাকা এবং এটি ডিস্টার্ব এরিয়াস অ্যাক্টের আওতায় পড়ে যা "গোলযোগপূর্ণ অঞ্চল" হিসাবে ঘোষিত জেলা কালেক্টরের পূর্ব অনুমোদন ব্যতীত এক ধর্মীয় সম্প্রদায়ের সদস্যদের দ্বারা অন্য সম্প্রদায়ের লোকদের কাছে সম্পত্তি বিক্রি নিষিদ্ধ করে।

ভদোদরার মিউনিসিপ্যাল কমিশনার দিলীপ রানা জানিয়েছেন, তিনি হারনি এলাকার মোতনাথ রেসিডেন্সির বাসিন্দাদের কাছ থেকে একটি প্রতিনিধিত্ব পেয়েছেন এবং সমস্ত প্রাসঙ্গিক নথি খতিয়ে দেখার পরে একটি উপযুক্ত সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে। তিনি বলেন, "আমি এইমাত্র বাসিন্দাদের কাছ থেকে একটি প্রতিনিধি পেয়েছি। আমি সমস্ত নথি পরীক্ষা করব এবং তারপরে একটি উপযুক্ত সিদ্ধান্ত নেব। আমাদের একটি বিধান রয়েছে, যার অধীনে হিন্দু ও মুসলমানদের তাদের নিজ নিজ

অঞ্চলে ফ্ল্যাট দেওয়া হয়। এটি কেবল সেই আবাসন প্রকল্পগুলির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য যা অশান্ত অঞ্চলে অবস্থিত। এই সমাজ সেই ক্যাটাগরিতে পড়ে কিনা তা খতিয়ে দেখতে হবে। রাজ্য সরকারের মুখ্যমন্ত্রী আবাস যোজনার অধীনে নিম্ন আয়ের পরিবারগুলির জন্য ভিএমসির আবাসন প্রকল্প, যার প্রায় ৪৬০ টি ফ্ল্যাট রয়েছে।

২০১৮ সালে অন্য এলাকায় বসবাসকারী এক মুসলিম মহিলাকে একটি ঘর বরাদ্দ দেওয়ার পর থেকে বাসিন্দারা বিক্ষোভ দেখাচ্ছেন এবং বিভিন্ন কর্তৃপক্ষের কাছে চিঠি লিখছেন।

ওই মুসলিম মহিলা জানান, ২০১৮ সালে আমাকে ঘর বরাদ্দ করা হলেও অন্য বাসিন্দাদের বিরোধিতার কারণে আমি সেখানে যেতে পারিনি। আজও এর কোনো সমাধান চোখে পড়েনি। বর্তমানে আমি আমার ছেলেকে নিয়ে অন্য জায়গায় থাকি।

ফ্ল্যাট বাতিলের দাবিতে শুক্রবারও সোসাইটির মূল ফটকের কাছে বিক্ষোভ দেখান মতনাথ রেসিডেন্সির অর্ধশতাধিক বাসিন্দা। গোটা এলাকা ডিস্টার্ব এরিয়াস অ্যাক্টের আওতায় পড়া সত্ত্বেও সোসাইটির একটি ফ্ল্যাটে ১২ টি টাওয়ার রয়েছে, যা একজন মুসলিম মহিলাকে বরাদ্দ করা হয়েছে। আমরা জানি না কীভাবে এই বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে।

আন্দোলনরত বাসিন্দাদের একজন জিতেন্দ্র পারমার বলেন, আমরা সবাই এই সোসাইটিতে ফ্ল্যাট কিনেছি। আমরা কারও বিরুদ্ধে নই। আমরা শুধু চাই তাকে তার এলাকায় একটি ঘর বরাদ্দ দেওয়া হোক যাতে সবাই শান্তিতে বসবাস করতে পারে। আমাদের প্রতিবাদ সত্ত্বেও তাঁর ফ্ল্যাট অন্য কোনও প্রকল্পে হস্তান্তর করেনি ভিএমসি। আরেক আন্দোলনকারী বাসিন্দা বলেছেন, সমস্যার সমাধান না হলে তারা গান্ধীনগর ও দিল্লিতে বিক্ষোভ প্রদর্শন করতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। তিনি বলেন, এটি একটি হিন্দু অঞ্চল এবং একটি বিধান রয়েছে যেখানে বলা হয়েছে যে হিন্দু অঞ্চলে সংখ্যালঘুদের ফ্ল্যাট বরাদ্দ করা উচিত নয়। তবে যেহেতু সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের একজনকে ফ্ল্যাট বরাদ্দ করা হয়েছে, তাই অন্যান্য বাসিন্দারা গত বেশ কয়েক বছর ধরে প্রতিবাদ করছেন এবং অতীতেও কর্তৃপক্ষকে একটি স্মারকলিপি দিয়েছেন। তবে ভিএমসি বরাদ্দ বাতিল করছে না। তিনি আরও বলেন, ভিএমসি এর আগে ঘোষণা করেছিল যে সংখ্যালঘুদের তান্ডালজা এবং আকোটার মতো তাদের অঞ্চলে বাড়ি বরাদ্দ করা হবে। আমাদের দাবি মানা না হলে আমরা কাউন্সিলর, বিধায়ক ও সাংসদদের অফিস ও বাসভবনের বাইরে বিক্ষোভ দেখাব। সমস্যার সমাধান না হলে আমরা গান্ধীনগরে মুখ্যমন্ত্রী ভূপেন্দ্র প্যাটেলকে ঘেরাও করব।

ইউএপিএ-তে অরুন্ধতী রায়ের বিরুদ্ধে মামলায় অনুমতি দিল্লির গভর্নরের

আপনজন ডেস্ক: লেফটেন্যান্ট গভর্নর ভি কে সাক্সেনা শুক্রবার লেখিকা ও সমাজকর্মী অরুন্ধতী রায়ের বিরুদ্ধে ২০১০ সালে দায়ের করা একটি মামলায় বেআইনি কার্যকলাপ (প্রতিরোধ) আইনের (ইউএপিএ) কঠোর মামলায় অভিযুক্ত হওয়ার অনুমোদন দিয়েছেন। কাশ্মীরের কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের আন্তর্জাতিক আইনের প্রাক্তন অধ্যাপক শেখ শওকত হুসেনের বিরুদ্ধেও ইউএপিএ-র অধীনে মামলা করার অনুমোদন দেওয়া হয়েছে।

২০১০ সালের ২৮ অক্টোবর কাশ্মীরের সমাজকর্মী সুশীল পণ্ডিতের অভিযোগের ভিত্তিতে দিল্লির মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট আদালতের নির্দেশে মুকুল রায় ও হুসেনের বিরুদ্ধে এফআইআর দায়ের করা হয়।

অরুন্ধতী রায় এবং হুসেন ২১.১০.২০১০ তারিখে নয়াদিল্লির কোপার্নিকাস মার্গের এলটিজি অডিটোরিয়ামে 'আজাদি - দ্য ওনলি ওয়ে' ব্যানারে আয়োজিত একটি সম্মেলনে উস্কানিমূলক বক্তৃতা দিয়েছিলেন বলে অভিযোগ করা হয়েছে। রাজ্যপালের দফতর থেকে জানানো হয়েছে, সম্মেলনে যে বিষয়গুলি নিয়ে আলোচনা হয়েছে এবং যে বিষয়গুলি নিয়ে আলোচনা হয়েছে তা 'ভারত থেকে কাশ্মীরকে পৃথক করার' প্রচার চালিয়েছে। অরুন্ধতী রায় ও হুসেন ছাড়াও কাশ্মীরের বিচ্ছিন্নতাবাদী সৈয়দ আলি শাহ গিলানি, দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন প্রভাষক এসএআর গিলানি এবং সমাজকর্মী ভারাভারা রাও এই অনুষ্ঠানে অংশ নিয়েছিলেন। মামলা চলার সঙ্গে সঙ্গে তিনজনেরই মৃত্যু হয়।

হজ্ব ওমরাহ যিয়ারত

উমর ফারুক ট্রাভেলস্

নলপুর, সাঁকরাইল, হাওড়া

সকলকে জানাই আসসালামু আলাইকুম

সমস্ত প্রশংসা সমস্ত তারিফ সেই মহান আল্লাহপাক এর জন্য যিনি আমাদের সমস্ত এবাদতের মধ্যে এক বিশেষ এবাদত হজ্ব ও ওমরাহ করার জন্য সহজ সরল রাস্তা দেখিয়ে দিয়েছেন, যেই কাজে আমরা সৎ ও নিষ্ঠার সাথে আপনাদের খেদমতে বহু বছর ধরে নিয়ে জিত আছি ও দোওয়া করেন আগামীতে আরো ভালো ভাবে সেবা করতে পারি ইনশাআল্লাহ।

আমাদের পরিষেবা

১৭ দিনের জন্য সাধারণ প্যাকেজ — প্যাকেজ — ১৭ দিনের জন্য স্পেশাল প্যাকেজ

- মক্কা ও মদিনাতে কাছাকাছি থাকার ব্যবস্থা
- বুফেতে ৩ টাইম খানা (ঘরোয়া রুচিসম্মত খানা)
- মক্কা ও মদিনাতে সমস্ত যিয়ারত ও ঐতিহাসিক স্থানগুলি অভিজ্ঞ গাইড দ্বারা ভ্রমণের ব্যবস্থা আছে
- ফ্লাইট যেকোনও এয়ারলাইন্স-এ হতে পারে

- মক্কাতে হোটেল এর দুরত্ব প্রায় ৩৫০ মিটার থেকে ৪০০ মিটার ■ মদিনাতে হোটেল এর দুরত্ব প্রায় ১০০ মিটার থেকে ১৫০ মিটার ■ বুফেতে ৩ টাইম খানা (ঘরোয়া রুচিসম্মত খানা) ■ মক্কা ও মদিনাতে সমস্ত যিয়ারত ও ঐতিহাসিক স্থানগুলি অভিজ্ঞ গাইড দ্বারা ভ্রমণের ব্যবস্থা আছে ■ তায়েফ যিয়ারত ■ বদর যিয়ারত ■ ওয়দিয়া জিন পাহাড় ■ বয়স্ক মানুষদের জন্য হুইলচেয়ারের সু-ব্যবস্থা আছে ■ জমজম ৫ লিটার ■ জেদ্দা ও আরব সাগর ভ্রমণ

রমজানের স্পেশাল অফার
সীমিত সময়ের জন্য বুকিং করুন

হাদিয়া

ল্যাগেজ ব্যাগ, সাইড ব্যাগ, জুতার ব্যাগ, গাইড বই, সাতদানা তসবি, ট্রলি ব্যাগ

যোগাযোগ

কাজী ওয়াসিম আকবার 8240569012
আব্দুল ফারাদ 7003187312
সেখ সাইন রহমান 7980004507

কলকাতা শাখা অফিস: ৪৯, কুষ্টিয়া মসজিদ বাড়ি লেন, কলকাতা - ৭০০০৩৯

প্রথম নজর

ভয়াবহ আগুন থেকে রক্ষা পেল ক্যানিং বাজার

সুভাষ চন্দ্র দাশ ● ক্যানিং

আপনজন: ভয়াবহ অগ্নিকান্ডের হাত থেকে রক্ষা পেল ক্যানিং বাজার।শুক্রবার দুপুরে ঘটনাটি ঘটে জনবহুল ক্যানিং বাজারের মধ্যস্থলে। স্থানীয় সুত্রে জানা গিয়েছে,সুন্দরবনের প্রবেশদ্বার ক্যানিং শহর।প্রতিদিনই লক্ষ লক্ষ লোকজন যাতায়াত করেন।রয়েছে বিশাল বড় বাজার।এদিন দুপুরে বাজারের মধ্যে আচমকা একটি বিদ্যুৎতের খুঁটি থেকে আগুনের ফুলকি দেখতে পায় স্থানীয় দোকানদাররা।আগুনের ফুলকি দেখে দিশাহারা হয়ে পড়েন স্থানীয় ব্যবসায়ী থেকে সাধারণ মানুষজন। তাঁবা দ্রুততার সাথে খবর দেয় দমকল বাহিনীকে। ঘটনাস্থলে হাজীর হয় দমকলের একটি ইঞ্জিন ও ক্যানিং থানার বিশাল পুলিশ বাহিনী।ছুটে আসেন বিদ্যুৎ দফতরের কর্মীরাও। আগুন নিয়ন্ত্রণে আনেন। সুত্রের খবর ক্যানিং বাজারের মধ্যে একটি বিদ্যুতের খুঁটিতে শর্ট সার্কিট হয়ে আগুন ধরে যায়।দ্রুততার সাথে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনার ফলে বড়ধরণের অগ্নিসংযোগ থেকে রক্ষা পায় সমগ্র ক্যানিং শহর।
স্থানীয় ব্যবসায়ীদের দাবী, কোন দোকানে ক্ষয়ক্ষতি হয়নি। তবে বিদ্যুতের খুঁটি থেকে আগুন যদি দ্রুত ছড়িয়ে পড়তো তাহলে ক্যানিং বাজার ভস্মীভূত হয়ে যেত।বড়সড় দুর্ঘটনার হাত থেকে রক্ষা পেয়েছে ক্যানিং শহর।

আত্মঘাতী যুবক, শোকে কাতর ইটাহার

মোহাম্মদ জাকারিয়া ● রায়গঞ্জ

আপনজন: ইটাহারের দুর্লভপুর অঞ্চলে ঘটে গেছে এক মর্মান্তিক ঘটনা। ২৩ বছরের যুবক মহম্মদ আসলাম, নেশাগ্রস্থ থাকার কারণে পরিবারের বকাবকি সহ্য করতে না পেরে, নিজের ঘরে ফাঁস লাগিয়ে আত্মহত্যা করেছে। বৃহস্পতিবার রাতে তাকে ইটাহার গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসক মৃত বলে ঘোষণা করেন। পুলিশ একটি অস্বাভাবিক মৃত্যুর মামলা রুজু করে ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে। আসলামের মৃত্যুতে এলাকায় শোকের ছায়া নেমে এসেছে।

বিদ্যুৎ পরিষেবা না থাকায় বোখারিয়া বাসস্ট্যান্ডে বিক্ষোভ

আজিম শেখ ● ময়ূরেশ্বর

আপনজন: গ্রামে নেই বিদ্যুৎ পরিষেবা, আর যার জেরে বীরভূম জেলার ময়ূরেশ্বর ২ নম্বর ব্লকের অন্তর্গত বোখারিয়া বাস স্ট্যান্ডে পথ অবরোধ করলো বোখারিয়া গ্রামবাসী। আর এমনই এক ঘটনা ঘটলো শুক্রবার দুপুর ১:৩০ নাগাদ। উল্লেখ্য গতকাল অর্থাৎ বৃহস্পতিবার সন্ধ্যা নাগাদ আচমকায় জেলার বিভিন্ন প্রান্তে ঝড় ও বৃষ্টিপাত নামে আর সেই প্রচন্ড ঝড়ের প্রভাবে বিভিন্ন জায়গায় ভেঙে পড়ে গাছ। ঠিক সেই মতো বোখারিয়া বাস স্ট্যান্ড এলাকাতেও বেশ কিছু জায়গায় গাছ ভেঙে পড়ে যায়। একইভাবে বোখারিয়া বাসস্ট্যান্ড লাগোয়া বিদ্যুতের তারের ওপর ভেঙে পড়ে একটি গাছ, যার জেরে ওই এলাকায় গতকাল থেকে আজ দুপুর পর্যন্ত বন্ধ ছিল বিদ্যুৎ পরিষেবা। যার যেরে গরমে নাজেহাল হয়েছে ওই এলাকার মানুষ, মূলত ওই এলাকার মানুষের দাবি তাদের গ্রামে প্রায় বাড়িতেই বয়স্করা আছেন আর গরমে নাজেহাল হয়ে পড়ছে । তাই দ্রুত বিদ্যুৎ পরিষেবা পাওয়ার জন্য ওই এলাকার মানুষজন বোখারিয়া বাসস্ট্যান্ডে পথে নেমে বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করে। পাশাপাশি দুপুর ১:৩০ থেকে প্রায় ঘন্টা খানেক পথ অবরোধ করে থাকেন ওই এলাকার মানুষ। ঘটনার খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে আসে ময়ূরেশ্বর থানার পুলিশ প্রশাসন। তবে বেশ কিছুক্ষণ অবরোধ চলার পর ময়ূরেশ্বর থানার পুলিশ প্রশাসনের আশ্বাসে দুপুর ২:৩০ নাগাদ তোলা হয় পথ অবরোধ । ঘটনা স্থলে পরবর্তীতে আসে বিদ্যুৎ অফিসের গাড়ি ও তারপর বিদ্যুৎ অফিসের কর্মীরা তড়িঘড়ি বিদ্যুৎ পরিষেবা ঠিক করতে হাত লাগান বলে জানা যায়।

গঙ্গা ভাঙ্গন রোধে অনিয়মের অভিযোগ

নিজস্ব প্রতিবেদক ● মুর্শিদাবাদ

আপনজন: মুর্শিদাবাদ জেলার শামশেরগঞ্জ থানার নিমতিতা পঞ্চায়েতের দুর্গাপুর গ্রামে গত ৮ ডিসেম্বর সেচ দপ্তরের প্রতিমন্ত্রী সাবিনা ইয়াসমিন ১০ কোটি টাকার কাজের উদ্বোধন করে যান। সেই কাজ চলছে মন্থর গতিতে এক নাগারে দশ দিন থেকে কুড়ি দিন কাজ হলে কুড়িদিন দিন কাজ বন্ধ থাকে,এইভাবে কাজ চলতে থাকলে যেখানে সাবিনা ইয়াসমিন বলেছিলেন দুবছরের মধ্যে কাজ শেষ হবে। তাতে তো বোঝা যাচ্ছে চার বছরেও শেষ হবে কিনা সন্দেহ এলাকাবাসী। আরো জানান যখন ভাঙ্গন প্রবণ এলাকা, সামনে আবার বর্ষা আমরা এমনিতেই আতঙ্কের মধ্যে বাস করছি শুধু কি মন্থর গতিতেই কাজ চলছে,সেই সঙ্গে একেবারে নিম্নমানের কাজ হচ্ছে। পচা বস্তা একমাসও যাই না বস্তা থেকে বালি বেরিয়ে পড়ছে, বস্তায় ১০ কেজি ও ১৫ কিলো মাল থাকছে।একটি নৌকাতে যেখানে বারটি ক্যারেট হওয়ার কথা অর্থাৎ নেট দেওয়ার কথা সেখানে মাঝ নদীতে লুজ বস্তা পড়ার যেন প্রতিযোগিতা শুরু হয়ে যায়। মেরে কেটে ৭ থেকে ৮ টি নেট হয়। এই সমস্ত কাজ সেচ দপ্তরের অফিসারের সামনেই চলে অবলীলায়। তাছাড়া যেখানে এক্কার হতে কাজ হয়ে আসার কথা সেখানে অ্যাপরণে হতে কাজ হচ্ছে। এইসব বিস্তার অভিযোগ নিয়ে বেশ কয়েকদিন গ্রামবাসীর ক্ষোভের মুখে পড়তে হয়েছিল,অফিসারদের। যার জন্য কাজও বন্ধ ছিল পুনরায় কাজ শুরু হতেই আবারো একই অবস্থা। কিছু বলতে গেলেই কিছু ঠিকাদারের মদতপুষ্ট লোকের হুমকির মুখে পড়তে হচ্ছে, আর যেহেতু সেচ দপ্তরের লোকদের বলেও কোন কাজ হচ্ছে না তাদের কথা শুনে মনে হচ্ছে তারাই ঠিকাদার। অভিমানের সুরে বেশ কিছু এলাকাবাসী বলেন নদীর ধারের বসবাসরত মানুষের বেঁচে থাকাটাই যখন অপরাধ তখন কে কত টাকা কামিয়ে নিতে পারে সেটা দেখাটা আরো বড় অপরাধ বলে মনে করছি ।একদিকে যখন মানুষের আত্মরক্ষায় দায় হয়ে পড়ছে,ভাঙ্গন রোধের নামে সরকারের টাকা তছনছ হচ্ছে অবলীলায় ।

দলীয় কর্মীদের আরও সহনশীল হতে হবে, নির্দেশ অভিষেকের

নকীব উদ্দিন গাজী ও বাইজিদ মণ্ডল ● ডায়মন্ডহারবার

আপনজন: বিপুল মার্জিন জিতে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় আমতলা দলীয় কার্যালয়ে তৃণমূল কংগ্রেসের কর্মীদের দের কে মিষ্টিমুখ করালেন। ডায়মন্ডহারবার লোকসভা থেকে বিপুল ভোটে জয়লাভের পর এই প্রথম আমতলার নির্বাচনী কার্যালয় দলীয় কর্মী থেকে শুরু করে বিভিন্ন বিধানসভার বিধায়ক ও সাধারণ মানুষের সাথে শুভেচ্ছা বিনিময় করলেন ডায়মন্ডহারবার লোকসভা কেন্দ্রের সাংসদ তথা সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। এদিনের এই শুভেচ্ছা বিনিময় অনুষ্ঠানে ডায়মন্ডহারবার লোকসভার সাতটি বিধানসভার প্রত্যেকটি বিধায়ক থেকে শুরু করে ক্যানিং পূর্বের বিধায়ক তথা সাতগাছিয়া বিধানসভার অবজারভার শওকত মোল্লা সহ একাধিক জনপ্রতিনিধি ও হাজারে হাজারে মানুষ উপস্থিত হয়েছিল অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় কে শুভেচ্ছা জানাবে বলে। এদিন একেবারে খোশ মেজাজে প্রত্যেকটি দলীয় কর্মী থেকে শুরু করে সাধারণ মানুষের সাথে কথা বলেন তিনি। এদিন অভিষেক দলীয় কর্মীদের উদ্দেশ্যে জানায় আগামী দিনে আরো নম্র ভদ্র মানুষের পাশে থেকে কাজ করার বার্তা দেন, ডায়মন হারবার বিধানসভাতে যথেষ্ট ফল ভালো হওয়াতে খুশি অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় ডায়মন্ডহারবার বিধানসভার পর্যবেক্ষক শামীম আহমেদকে পীর সাবরে সাবাসি দেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় পাশাপাশি তিনি বলেন সমস্ত স্তরের মানুষদের পাশে সব সময় থাকতে হবে এলাকার উন্নয়নের কাজ এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে। ডায়মন্ড হারবার টাউন তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি সৌমেন তরফদার কে বলেন পৌরসভা খুব ভালো ফল করেছে যেসব ওয়ার্ডগুলো সমস্যা আছে সেইসব এলাকার উন্নয়নের কাজ করে মানুষের সঙ্গে থাকতে হবে ২৪ ঘন্টা মানুষের দায় বিপদে থাকতে হবে মানুষের সঙ্গে ভালো ব্যবহার করতে হবে। পাশাপাশি যে সমস্ত দলীয় কর্মী ও জনপ্রতিনিধিরা মিষ্টি নিয়ে গিয়েছিল তার জন্য তিনি বলেন আজ আপনাদের মিষ্টি খাওয়ার দিন আপনারা মিষ্টিমুখ করুন।

চার বিধানসভার উপ-নির্বাচনে প্রার্থী ঘোষণা করল তৃণমূল কংগ্রেস

এম মেহেদী সানি ● কলকাতা

আপনজন: লোকসভা নির্বাচন মিটতেই রাজ্যে বিধানসভা উপনির্বাচনের দামামা বেজে গিয়েছে । ইতিমধ্যেই রাজ্যের চারটি বিধানসভা কেন্দ্রে উপনির্বাচনে প্রার্থীদের নাম ঘোষণা করল তৃণমূল কংগ্রেস । শুক্রবার সোশ্যাল মিডিয়ায় চার কেন্দ্রে প্রার্থীর নাম প্রকাশ করেছে তৃণমূল । রায়গঞ্জ কেন্দ্রে তৃণমূলের প্রার্থী হচ্ছেন কৃষ্ণ কল্যাণী, রানাঘাট দক্ষিণে মুকুটমণি অধিকারী । মানিকতলা কেন্দ্র থেকে প্রার্থী হচ্ছেন প্রয়াত মন্ত্রী সাধন পাণ্ডের স্ত্রী সুপ্তি পাণ্ডে এবং বাগদা কেন্দ্রে প্রার্থী হচ্ছেন সাংসদ মমতাবালা ঠাকুরের কন্যা মধুপর্ণা ঠাকুর । রায়গঞ্জ, রানাঘাট দক্ষিণ, মানিকতলা ও বাগদা চার কেন্দ্রের উপনির্বাচন ১০ জুলাই । তৃণমূল এবার লোকসভা নির্বাচনে প্রার্থী করেছিল কৃষ্ণ কল্যাণী, মুকুটমণি অধিকারীকে । তাঁরা পরাজিত হন। এবার উপনির্বাচনে দু'জনকেই টিকিট দিল তৃণমূল । ঠাকুরবাড়ি থেকে মধুপর্ণা ঠাকুরকে প্রার্থী করা হল ।
অন্যদিকে, মানিকতলা বিধানসভা কেন্দ্রে রাজ্যের প্রাক্তন মন্ত্রী সাধন পাণ্ডের মৃত্যুর পর উপনির্বাচনে প্রার্থী হলেন তাঁর স্ত্রী।
উল্লেখ্য বাগদা বিধানসভা কেন্দ্রে ২০২১ সালের নির্বাচনে বিজেপির টিকিটে জয়ী হন বিশ্বজিৎ দাস । পরে তিনি তৃণমূলে ফিরে যান । এবারের লোকসভা নির্বাচনে বনগাঁ লোকসভা কেন্দ্র থেকে তৃণমূল তাকে প্রার্থী করায় তিনি বিধায়ক পথ থেকে ইস্তফা দেন । সে কারণেই বাগদার উপনির্বাচন ।
লোকসভা নির্বাচনের পর বিধানসভা উপনির্বাচনের নির্ঘন্ট প্রকাশ হতেই বাগদা এলাকার তৃণমূলের একাংশের কর্মীরা মতুয়া সম্প্রদায়ের পক্ষের কাউকে প্রার্থী করার দাবি তোলেন । সেই দাবিকেই মান্যতা দিয়ে তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী নির্বাচন করেছেন বলে মত অনেকের।
উল্লেখ্য সাম্প্রতিক সময়ে দলবদলকারী আবার ২০২৪ সালের লোকসভা নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতার আসনে থাকা রাজনীতিকদের মানুষ প্রত্যাখ্যান করেছে । তৃণমূল কংগ্রেস কিংবা বিজেপি উভয় দলেরই বিশ্বজিৎ দাস, মুকুটমণি অধিকারী, কৃষ্ণ কল্যানী, অর্জুন সিং ও তাপস রায় সকল প্রার্থীরা লোকসভা নির্বাচনের রাজনৈতিক লড়াইয়ে পরাজয় বরণ করেছেন। অনেকেই মনে করছেন সাধারণ মানুষ দলবদলুদের প্রত্যাখ্যান করেছে। কিন্তু তৃণমূল কংগ্রেস বিধানসভার উপনির্বাচনে আবারও লোকসভা নির্বাচনের পরাজিত দুই প্রার্থী মুকুটমণি অধিকারী ও কৃষ্ণ কল্যাণীকে নির্বাচনী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার সুযোগ করে দিয়েছেন।

খয়রাসোল ব্লক তৃণমূল কর্মীদের প্রীতি সম্মেলন

সেখ রিয়াজুদ্দিন ● বীরভূম

আপনজন: বীরভূম লোকসভা কেন্দ্রের তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী শতাব্দী রায় তার নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী বি জে পি প্রার্থীর থেকে প্রায় সাড়ে চার হাজারেও বেশী ভোটে খয়রাশোল ব্লক এলাকা থেকে লিড পায়।সেই পরিপ্রেক্ষিতে তথা লোকসভা ভোটের জয়কে সামনে রেখে শুক্রবার খয়রাশোল গোষ্ঠ ডাঙ্গা মাঠে খয়রাশোল ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসের তরফে ব্লক এলাকার জনগনের উদ্যেশ্যে ধন্যবাদ জ্ঞাপন অনুষ্ঠান ও দলীয় কর্মীদের নিয়ে বুথ কর্মী প্রীতি সম্মলেনের আয়োজন করা হয়।অনুষ্ঠানে খয়রাশোল ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসের বুথস্তর ও অঞ্চলস্তরের দায়িত্বে থাকা দলীয় কর্মীদের শংসাপত্র প্রদান করা হয় এদিনের অনুষ্ঠান মঞ্চ থেকে। এটা যেমন তৃণমূলের নতুন ভাবনা সেইরূপ ভোটের আগে পাঁচিলে থাকা বা বিভিন্নভাবে ভোট কাটা দলীয় কর্মীদেরও বহিষ্কারের চিন্তাভাবনা করা হচ্ছে বলে সতর্কবানী শোনালেন সাংসদ শতাব্দী রায়।বিশেষ করে কয়েকজন দলীয় পদাধিকারী সহ দলীয় প্রতিকে নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের উদ্যেশ্যে এই তীর নিক্ষেপ করলেন বলে দলের অন্দরেই শুরু হয়েছে জোর চর্চা। এদিনের মঞ্চে উপস্থিত ছিলেন রাজ্য বিধানসভার স্পিকার ড. আশীষ বন্দোপাধ্যায়, সাংসদ শতাব্দী রায়,জেলা তৃণমূল কোর কমিটির সদস্য সুদীপ্ত ঘোষ,খয়রাশোল ব্লক তৃণমূল কোর কমিটির যুগ্ম আহ্বায়ক শ্যামল গায়েন ও মৃনালকান্তি ঘোষ,এবং দুই সদস্য উজ্জল হক কাদেরী ও কাঞ্চন দে, জেলা পরিষদ সদস্যা কামেলা বিবি, খয়রাশোল পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি অসীমা ধীবর,খয়রাসোল ব্লক মহিলা তৃণমূল নেত্রী প্রান্তিকা চ্যাটার্জী, কেনিজ রাসেদ,রুনু সিংহ প্রমুখ।

মাড়গ্রাম থানায় বৈঠক স্বর্ণ ব্যবসায়ীদের

নিজস্ব প্রতিবেদক ● বীরভূম

আপনজন: দিন কয়েক পূর্বে বীরভূম পার্শ্ববর্তী বর্ধমানের রানীগঞ্জ বাজারে একটি সোনার দোকানে দিনে দুপুরে জনসমাগমের মধ্যেই ভয়াবহ ডাকাতির ঘটনা ঘটে।যা নিয়ে স্বর্ণ ব্যবসায়ী সহ অন্যান্য ব্যাবসায়ী মহলের মধ্যেও দেখা দেয় আতঙ্ক।রানীগঞ্জে চুরির ঘটনায় রেশ কাটতে না কাটতেই ফের অনুরূপ ভাবে সোনার দোকানে চুরির ঘটনা ঘটে হাওড়ার ডোমজুড়ে।সেই ঘটনার জেরে বীরভূম জেলা পুলিশ প্রশাসন ও সজাগ হয়ে ওঠে।সেইসাথে সোনা ব্যবসায়ীদেরও সচেতনতা তথা সতর্কতা অবলম্বন করার লক্ষ্যে সভা অনুষ্ঠিত হওয়ার খবর পাওয়া যায়।সেরূপ শুক্রবার মাড়গ্রাম থানার পক্ষ থেকে স্থানীয় থানা চত্বরে স্বর্ণ ব্যাবসায়ী সমিতির সাথে বিশেষ বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। সোনার দোকানদারদের উদ্যেশ্যে জানানো হয় যে,সকল দোকানের মধ্যে সঠিক জায়গায় সি সি টি ভি ও লাইট লাগানো, এ্যালার্ম লাগানো, প্রতিষ্ঠিত দোকানের ক্ষেত্রে নিরাপত্তা রক্ষী নিয়োগ করা।

উপনির্বাচনে প্রার্থী ঘোষণা বামফ্রন্টের

নিজস্ব প্রতিবেদক ● কলকাতা

আপনজন: রাজ্যের তিনটি বিধানসভা কেন্দ্রের উপনির্বাচনে প্রার্থী ঘোষণা করল বামফ্রন্ট। রানাঘাট দক্ষিণ কেন্দ্রে বামফ্রন্ট মনোনীত সিপিআই(এম) প্রার্থী অরিন্দম বিশ্বাস। বাগদা কেন্দ্রে ফরওয়ার্ড ব্লক প্রার্থী গৌরাদিত্য বিশ্বাস। মানিকতলায় সিপিআই(এম) প্রার্থী রাজীব মজুমদার। এই তিন কেন্দ্রের পাশাপাশি রায়গঞ্জেও হবে উপনির্বাচন। রাজ্যের চার বিধানসভা কেন্দ্রে উপনির্বাচন হবে ১০ জুলাই। তবে, রায়গঞ্জ কেন্দ্রে প্রার্থী ঘোষণা করেনি বামফ্রন্ট। ওই আসনটি কংগ্রেসের জন্য ছেড়ে রাখা হয়েছে। এদিন বামফ্রন্ট উপনির্বাচনে আইএসএফের সঙ্গে জোটের ব্যাপারে মুখ কোলেনি। তবে, কংগ্রেসের সঙ্গে কথা বলেই রায়গঞ্জ আসনটি তাদের জন্য ছেড়ে রাখা হয়েছে। বুঝিয়ে দেওয়া হয়েছে, রোকসভা নর্বিাচনের মতো উপনির্বাচনে কংগ্রেসের সঙ্গে জোট হচ্ছে।

বিশ্বভারতী কোঅপারেটিভ ব্যাঙ্কে বিক্ষোভ

আমীরুল ইসলাম ● বোলপুর

আপনজন: স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের হাত ধরে প্রাণ প্রতিষ্ঠা হওয়া বিশ্বভারতীর সমবায় ব্যাংক এখন দুর্নীতির আতুর ঘর। বহুদিন যাবত নির্বাচন হচ্ছে না, গ্রাহকরা পাচ্ছেন না সুষ্ঠ পরিষেবা, লগ্নীকারীরা লভ্যাংশ থেকে বঞ্চিত। গুরুতর এই অভিযোগ কে সামনে রেখে সমবায় ব্যাংক বন্ধ করে দিয়ে বিক্ষোভ দেখালেন গ্রাহক ও লগ্নিকারীরা। বিশ্বভারতীর একসময়ের ছাত্রনেতা ভ্রমর ভান্ডারীর নেতৃত্বে এই আন্দোলনকে ঘিরে অশান্ত কবিগুরুর শান্তিনিকেতন। গুরুদেব রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের হাত ধরে ১৯২৭ সালে বিশ্বভারতীতে পথ চলা শুরু করে সমবায় ব্যাংক। ব্যাংকে অধিকাংশ গ্রাহক বিশ্বভারতীর কর্মী, আধিকারিক, অধ্যাপকরা। ঋণ থেকে শুরু করে ইনভেস্টমেন্ট সবটাই রয়েছে এখানে। অথচ দীর্ঘদিন ধরে বিভিন্ন রকম সমস্যা দেখা দিয়েছে। নির্বাচন বন্ধ, গ্রাহকরা ন্যায্য পরিষেবা থেকে বঞ্চিত। যারা লগ্নি করেছেন প্রাপ্য লভ্যাংশ পাচ্ছেন না, আবেদন করেও মিলছে না ঋণ।

ছড়িয়ে-ছিটিয়ে

বাড়ি ফেরার পথে মর্মান্তিক মৃত্যু পরিযায়ী শ্রমিকের

দেবাশীষ পাল ● মালদা

আপনজন: ঈদ উপলক্ষে ভিন রাজ্য থেকে বাড়ি ফেরার পথে মর্মান্তিক মৃত্যু হল এক যুবকের। ঘটনাকে কেন্দ্র করে শোকের ছায়া নেমে এসেছে মালদার ইংরেজবাজার ব্লকের উত্তর ভবানীপুর এলাকায়। জানা গেছে, মৃত শ্রমিকের নাম আব্দুল মোমিন। পরিবারে স্ত্রী এবং দুই কন্যা সন্তান রয়েছে। ঘটনা সম্পর্কে জানা গেছে, পরিবারের আর্থিক অনটন মেটাতে পুনেতে শ্রমিকের কাজে পাড়ি দেন যুবকটি। এরপর ঈদ উপলক্ষে পুনে থেকে বাড়ি ফিরছিলেন যুবক। বাড়ি ফেরার পথে ট্রেন থেকে পড়ে মৃত্যু হয় যুবকের। বৃহস্পতিবার রাতে মৃতদেহ ফিরে বাড়িতে। দেহ ফিরে আসতেই কান্নায় ভেঙে পড়েন পরিবারের লোকজনেরা। এইদিকে পরিবারে একমাত্র রোজগারকারি ছিলেন আব্দুল। বর্তমানে তাকিয়ে সরকারি সাহায্যের দিকে। যুবকের অকাল মৃত্যুতে শোকের ছায়া নেমে এসেছে গোটা এলাকা জুড়ে।

বালকের মৃত্যু ঘিরে উত্তেজনা হাওড়ার

নিজস্ব প্রতিবেদক ● হাওড়া

আপনজন: এক বালকের মৃত্যু ঘিরে উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ল হাওড়ার বাঁকড়ায়। ভাঙচুর হলো নার্সিংহোম। জানা গেছে, জলে ডুবে মৃত্যু হয় বারো বছরের ওই বালকের। জানা যায়, ঘটনার পর তাকে উদ্ধার করে একটি নার্সিংহোমে নিয়ে আসা হয়। চিকিৎসক পরীক্ষা করে তাকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। রটে যায়, এরপর ওই বালকের দেহ বাড়িতে নিয়ে এলে হঠাৎই যেন তার মুখ থেকে জল বেরিয়ে নড়ে ওঠে তার দেহ। এরপর শিশুর পরিবার সহ স্থানীয় মানুষ ফের তাকে নিয়ে আসে ওই নার্সিংহোমে। ফের চিকিৎসক জানিয়ে দেন বালকের মৃত্যু হয়েছে। তখনই উত্তেজিত হয়ে ওঠেন মৃতের পরিবার ও প্রতিবেশীরা। উত্তেজিত জনতা নার্সিংহোমে ভাঙচুর চালান বলে অভিযোগ। ঘটনাস্থলে যায় ডোমজুড় থানার পুলিশ। পরিস্থিতি এরপরই নিয়ন্ত্রণে আসে।

জয়নগর ১নং বিডিও অফিসে উন্নয়ন বিষয়ক প্রশাসনিক বৈঠক

চন্দনা বন্দ্যোপাধ্যায় ● জয়নগর

আপনজন: রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের হাত ধরে রাজ্যে একের পর এক উন্নয়ন মূলক কাজ চলছে।দীর্ঘ মেয়াদী লোকসভা নির্বাচনের কারনে নির্বাচন বিধির ফলে বেশ কয়েকমাস উন্নয়নমূলক কার্যক্রম বন্ধ ছিলো রাজ্যে।নির্বাচন শেষ হবার পরে পুনরায় আবার তা শুরু হয়ে গেছে।সামনে ২০২৬ এ বিধানসভার নির্বাচন। এখন থেকেই তাঁর প্রস্তুতি শুরু হয়ে গেছে। তাই তো উন্নয়নের কাজকে দ্রুততার সঙ্গে রুপায়নের জন্য একাধিক কর্মসূচি পালন করছে সরকারি আধিকারিকগন।আর শুক্রবার যাদবপুরের নব নির্বাচিত সাংসদ সায়নী ঘোষের প্রথম উপস্থিতিতে জয়নগর ১ নং ব্লকের বহুডু বিডিও অফিসের মিটিং রুমে উন্নয়ন বিষয়ক প্রশাসনিক বৈঠক হয়ে গেল। যাতে উপস্থিত ছিলেন যাদবপুরের সাংসদ সায়নী ঘোষ, বারুইপুর পূর্বের বিধায়ক বিভাস সরদার, জয়নগরের বিধায়ক বিশ্বনাথ দাস,জয়নগর ১ নং ব্লকের বিডিও পূর্ণেন্দু স্যানাল, জয়নগর ১ নং পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি ঋতুপর্ণা বিশ্বাস, সহকারী সভাপতি সুহানা পারভীন বৈদ্য, জেলা পরিষদ সদস্য তপন কুমার মন্ডল, বন্দনা লস্কর,বনানী গায়েন, বারুইপুর পঞ্চায়েত সমিতির সহকারী সভাপতি শ্যাম সুন্দর চক্রবর্তী সহ আরো অনেকে। এদিনের এই বৈঠকে জয়নগর এক নম্বর পঞ্চায়েত সমিতির একাধিক কর্মাধ্যক্ষ, পঞ্চায়েত সমিতির সদস্য,একাধিক পঞ্চায়েত প্রধান, উপপ্রধান সহ ব্লকের বিভিন্ন দপ্তরের আধিকারিকগণ উপস্থিত ছিলেন। মূলত রাজ্যের জনমূখী কার্যক্রম গুলিকে আরো সাধারণ মানুষের কাছে কিভাবে পৌঁছানো যায়, কিভাবে আরও অগ্রগতি আনা যায় সে বিষয়ে আলোচনা করা হয় এদিন।পড়ে থাকা সরকারি কাজগুলোকে দ্রুততার সঙ্গে শেষ করা হবে বলে এদিন মিটিংয়ে আলোচিত হয়।

হাজিদের প্রত্যাবর্তন নিয়ে বৈঠক হজ হাউসে

ইসরাফিল বৈদ্য ● কলকাতা

আপনজন: বাংলা থেকে সৌদি আরবের উদ্দেশ্যে পবিত্র হজ সম্পন্ন কারী হাজী সাহেবরা ২২ শে জুন থেকে কলকাতা বিমানবন্দরে অবতরণ করবেন। আগত হাজী সাহেবদের সব রকমের পরিষেবা,খতিয়ে দেখতে শুক্রবার পার্ক সার্কাস হজ হাউস আলোচনা এবং কলকাতা বিমানবন্দর পরিদর্শন করেন হজ কমিটির কর্মকর্তারা। উপস্থিত ছিলেন ওয়াকফ বোর্ডের সিইও আব্দুল গনি, বিধায়ক ফিরদৌস বেগম,হজ্ব কমিটির কার্যনির্বাহী আধিকারিক মোঃ নকি, রাজারহাট নিউটাউন মাঝের আইট পীরডাঙ্গা দরবার শরীফের অন্যতম পীরজাদা তথা আমন্ত্রিত সদস্য হাজী এ কে এম ফারহাদ, সদস্য আমিরুদ্দিন ববি,শেখ শাহজাহান,কুতুবউদ্দিন তরফদার,শামীমা রেহান খান,কামরুল হুদা,কৌসার আলী,আব্দুল হামিদ,পীরজাদা হাজী রাকিবুল আজিজ,মেহের আব্বাস রীজভি, আধিকারিক ইকবাল নাইয়ার, আয়ুব আলী, আবুল হোসেন প্রমুখ।

প্রথম নজর

মক্কা-মদিনায় সেলফি, ভিডিওগ্রাফি নিষিদ্ধ

আপনজন ডেস্ক: পবিত্র হজ পালনের জন্য এরই মধ্যে বাংলাদেশসহ বিশ্বের অন্যান্য দেশ থেকে হজযাত্রীরা সৌদি আরব পৌঁছেছেন। এবার বিশ্বের ১৮০টির বেশি দেশের প্রায় ২০ লাখ মুসল্লি হজ পালন করবেন। বাংলাদেশ থেকে হজ পালন করবেন ৮৫ হাজার ২৫৭ জন। সৌদি আরবের হজ মন্ত্রণালয় হজের গুরুত্বপূর্ণ মুহূর্তগুলো সেলফি বা ছবি-ভিডিওর পেছনে নষ্ট না করার আহ্বান জানিয়েছে। হজের সময় দোয়া ও ইবাদতের গুরুত্ব তুলে ধরে মন্ত্রণালয়টি বলেছে, গুরুত্বপূর্ণ সময়গুলো ফটোগ্রাফি-ভিডিওগ্রাফি এবং অন্যান্য অনর্থক কাজ ও কথাবার্তায় নষ্ট করবেন না।

বৃহস্পতিবার (১৩ জুন) সৌদি আরবের হজ ও ওমরা মন্ত্রণালয়ের এক্স অ্যাকাউন্টে হজ যাত্রীদের উদ্দেশ্যে আরো বলা হয়, মসজিদুল হারামে কাটানো সময়গুলো বেশি বেশি ইবাদত ও দোয়া কাটানোর চেষ্টা করুন। আল্লাহর কাছে রহমত ও অনুগ্রহ কামনা করুন। নামাজ, তাসবিহ, তাহলিলের প্রতি গুরুত্ব দিন। মন্ত্রণালয়টির এক্স অ্যাকাউন্ট ও ফেসবুক পেজ থেকে এ সংক্রান্ত একটি ভিডিও প্রকাশ করা হয়েছে গতকাল। যেখানে দেখানো হয়েছে, কারা পবিত্র সময় নষ্ট করছেন আর কারা সময়কে কাজে লাগাচ্ছেন।

এ বিষয়ে আগেও বিভিন্ন সময় মুসল্লিদের সতর্ক করেছে সৌদি কর্তৃপক্ষ। এমনকি গ্র্যান্ড মসজিদের ইমাম আব্দুরহমান আস সুদাইসও এ নিয়ে কথা বলেছেন একাধিকবার। আসলে ছবি-ভিডিওর পেছনে সময় নষ্ট করা হজের উদ্দেশ্যের পরিপন্থী কাজ। এতে সময় ও ফজিলত নষ্ট হয়ে যায়। অনেককে এ কারণে নানা রকম সমস্যায়ও পড়তে হয়। এছাড়াও বিভিন্ন সময় সেলফির কারণে বিতর্কের মুখোমুখিও হতে হয়েছে সৌদি কর্তৃপক্ষকে। তাই মক্কা-মদিনায় সেলফি, ভিডিওগ্রাফি নিষিদ্ধ। আজ শুক্রবার (১৪ জুন) মিনায় অবস্থানের মধ্য দিয়ে হজের আনুষ্ঠানিকতা শুরু হয়েছে। আগামীকাল শনিবার (৯ জিলহজ) পবিত্র হজ অনুষ্ঠিত হবে। হজের দিনকে আরাফাতের দিনও বলা হয়। কারণ, আরাফাতের ময়দানে অবস্থান করাই হলো হজের মূল রোকন। আরাফাতের ময়দানে মসজিদে নামিরা থেকে হজের খুতবা দেবেন মসজিদ আল হারামের ইমাম ও খতিব ড. শায়খ মাহের বিন হামাদ বিন মুহাম্মাদ বিন আল-মুআইকিলি। একইসঙ্গে সেখানে নামাজও পড়াবেন তিনি। আরাফাতের ময়দানে অবস্থানের পর মুজদালিফায় রাতযাপন এবং জামারাতে কঙ্কর নিক্ষেপ, কোরবানিসহ নানা আনুষ্ঠানিকতা পালন এবং সবশেষে কাবা শরিফে বিদায়ী তাওয়াফের মধ্য দিয়ে শেষ হবে হজের আনুষ্ঠানিকতা।

হজের আনুষ্ঠানিকতা শুরু

আপনজন ডেস্ক: পবিত্র হজ পালন করতে সারা বিশ্বের ১৫ লাখের বেশি ধর্মপ্রাণ মুসলমান সৌদি আরবে সমবেত হয়েছেন। তাঁরা বৃহস্পতিবার রাতে মক্কা থেকে মিনায় পৌঁছেছেন। এর মধ্য দিয়ে হজের আনুষ্ঠানিকতা শুরু হয়েছে। হজের অংশ হিসেবে হজযাত্রীরা ৮ থেকে ১২ জিলহজ মিনা, আরাফাত, মুজদালিফা ও মক্কায় অবস্থান করবেন।

এরপর সাঈ, তাওয়াফ ও দমে শোকর আদায়ের মাধ্যমে আগামী মঙ্গলবার পাঁচ দিনব্যাপী হজের কার্যক্রম শেষ হবে।

নিয়ম অনুযায়ী, গতকাল (৭ জিলহজ) সন্ধ্যার পর মক্কার পবিত্র মসজিদুল হারাম বা নিজ আবাসন থেকে হজের নিয়ত করে প্রায় ৯ কিলোমিটার দূরে মিনার উদ্দেশে রওনা হন হজযাত্রীরা। তাঁদের পরনে সেলাইবিহীন দুই টুকরা সাদা কাপড়। মিনায় তাঁবুতে অবস্থান করা সুন্নত।

সেখানে তাঁরা আজ শুক্রবার সারা দিন অবস্থান করবেন।

আগামীকাল শনিবার (৯ জিলহজ) ফজরের নামাজ পড়ে প্রায় ১৪ কিলোমিটার দূরে আরাফাতের ময়দানে যাবেন হজযাত্রীরা।

সেখানে সূর্যাস্ত পর্যন্ত হাজিদের 'লাব্বাইক আল্লাহুম্মা লাব্বাইক' ধ্বনিতে মুখর হবে পুরো ময়দান। এখানে অবস্থান করে তিলাওয়াত, জিকির, নামাজ, খুতবা শোনাসহ ইবাদত-বন্দেগির মধ্য দিয়ে হজের মূল কার্যক্রম সম্পন্ন হবে।

আরাফাতের ময়দানে অবস্থান করা হজের আবশ্যিক বিধান। তাই বিভিন্ন হাসপাতালে চিকিৎসাধীন হজযাত্রীদের কিছু সময়ের জন্য হলেও আরাফাতের ময়দানে নেওয়া হয়।

আগামীকাল শনিবার আরাফাতের ময়দান থেকে সূর্যাস্তের পর মাগরিবের নামাজ আদায় না করে আট কিলোমিটার দূরে মুজদালিফার দিকে যাবেন হজযাত্রীরা। সেখানে পৌঁছে মাগরিব ও এশার নামাজ এক আজানে ভিন্ন ইকামতে আদায় করবেন। এখানে খোলা আকাশের নিচে রাত যাপন করবেন তাঁরা।

এরপর মিনার জামারায় (প্রতীকী) শয়তানকে নিক্ষেপের জন্য পাথর সংগ্রহ করবেন।

পরদিন রবিবার (১০ জিলহজ) হাজিরা মিনায় বড় শয়তানের উদ্দেশে পাথর নিক্ষেপ করবেন, কোরবানি দেবেন এবং মাথা মুণ্ডন বা ন্যাড়া করবেন। এরপর মক্কায় গিয়ে কাবাঘর তাওয়াফ ও সাফা-মারওয়ায় সাঈ করবেন। তাওয়াফ ও সাঈ শেষে আবার মিনায় ফিরে দুই দিন (১১-১২ জিলহজ) অবস্থান করবেন। সেখানে প্রতিদিন তিনটি শয়তানকে পাথর নিক্ষেপ করবেন তাঁরা। প্রতিটি শয়তানকে সাতটি করে পাথর মারতে হয়।

মসজিদে খায়েফের দিক থেকে মক্কার দিকে আসার সময় প্রথমে জামারায় সগির বা ছোট শয়তান, এরপর জামারায় ওস্তা বা মেজো শয়তান, এরপর জামারায় আকাবা বড় শয়তানকে পাথর মারতে হবে। শয়তানের প্রতি ঘৃণার বহিঃপ্রকাশ হিসেবে এই পাথর নিক্ষেপ করা হয়। এ বছর বাংলাসহ ৫০টি ভাষায় আরাফাতের খুতবার অনুবাদ সম্প্রচার করা হবে। এবার আরাফার ময়দানে খুতবা দেবেন পবিত্র মসজিদুল হারামের ইমাম ও খতিব শায়খ মাহের বিন হামাদ আল-মুয়াইকিলি। এর বাংলা অনুবাদ উপস্থাপন করবেন মক্কার উম্মুল কুরা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক শিক্ষার্থী ড. খলীলুর রহমান।

মিনায় কিছুদূর পরপরই রয়েছে হাসপাতাল। হাজিদের সেবায় সেখানে সার্বক্ষণিক স্বাস্থ্যকর্মী, চিকিৎসক ও নিরাপত্তাকর্মী আছেন। এ বছর হজের স্থানগুলোতে অত্যাধুনিক ৩২টি হাসপাতালসহ ভ্রাম্যমাণ ক্লিনিক স্থাপন করা হয়েছে। এসব স্থানে পাঁচ হাজারের বেশি চিকিৎসকসহ ৩২ হাজারের বেশি চিকিৎসাকর্মী রয়েছেন। আল্লাহর মেহমানদের যাতে কষ্ট না হয়, সে জন্য সৌদি কর্তৃপক্ষ হাজিদের জন্য ব্যাপক নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থা নিয়েছে।

এ বছর ২০ লাখের বেশি হজযাত্রী পবিত্র হজ পালন করছেন বলে জানিয়েছে সৌদি সরকার। এর মধ্যে ১৮০টির বেশি দেশ থেকে ১৫ লাখের বেশি হজযাত্রী সৌদি গেছেন। বাংলাদেশ থেকে হজ পালনের জন্য গেছেন ৮৫ হাজার ২৫৭ জন। গত ৯ মে হজ ফ্লাইট শুরু হয়ে গত ১২ জুন শেষ হয়। আগামী ২০ জুন থেকে ফিরতি ফ্লাইট শুরু হয়ে আগামী ২২ জুলাই পর্যন্ত চলবে।

নারীদের জোরপূর্বক সেনাবাহিনীতে নিয়োগ করছে মিয়ানমার জান্তা

আপনজন ডেস্ক: পুরুষদের পর এবার নারীদেরও সেনাবাহিনীতে জোরপূর্বক নিয়োগের সিদ্ধান্ত নিয়েছে মিয়ানমারের জান্তা সরকার। সেই লক্ষ্যে আইয়ারওয়াদি ও বাগো অঞ্চলে নারীদের তালিকা প্রস্তুত শুরু করেছেন সেনা কর্মকর্তারা।

শুক্রবার (১৪ জুন) এক প্রতিবেদনে এ তথ্য জানিয়েছে সংবাদমাধ্যম মিয়ানমার নাও।

প্রতিবেদনে জানানো হয়, তানিনথারি ও বাগো অঞ্চলের কয়েকটি এলাকায় এরই মধ্যে অন্তত তিনবার নারীদের তালিকা প্রস্তুত ও জোরপূর্বক সেনাবাহিনীতে নিয়োগ করা হয়েছে। এরপর অন্যান্য এলাকাতেও শুরু হয়েছে।

স্থানীয় অধিবাসীদের বরাতে মিয়ানমার নাও-এর প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, তানিনথারি ও বাগো অঞ্চলে সামরিক বাহিনীতে বাধ্যতামূলক চাকরির জন্য যোগ্য নারীদের তথ্য সংগ্রহ করতে শুরু করেছেন সামরিক পরিষদের প্রশাসকরা।

তানিনথারি অঞ্চলের মায়েক এলাকার একজন বাসিন্দা দাবি করেছেন, জান্তা-নিযুক্ত প্রশাসকরা মায়েক ও কাওথাউং শহরে স্থানীয় নারীদের তালিকা তৈরি করছেন।

ওই বাসিন্দা আরও বলেন, তারা শুধুমাত্র নাম সংগ্রহ করছে। কিন্তু কম বয়সীরা এরই মধ্যে এলাকা ছেড়ে পালিয়েছে।

মায়েকের ওই বাসিন্দা জানান, সেনাবাহিনীতে জোরপূর্বক নিয়োগের ভয়ে মায়েকের জনসংখ্যার একটি বড় অংশ এরই মধ্যেই থাইল্যান্ডে পালিয়ে গেছে।

বাগো অঞ্চলের ইয়েদাশে টাউনশিপে স্থানীয় জান্তা প্রশাসনের সাথে যোগাযোগ আছে এমন একজন কর্মকর্তা বলেন, টাউনশিপ-পর্যায়ের কর্মকর্তারা সেনাবহিনীতে নিয়োগের জন্য যোগ্য নারীদের নাম তালিকাভুক্ত করার নির্দেশ দিয়েছেন।

রাখাইন রাজ্যে জোর করে রোহিঙ্গা পুরুষদের সেনাবাহিনীতে ঢোকাচ্ছে জান্তা সরকার। অভ্যন্তরীণ উদ্বাস্তু হিসেবে যেসব রোহিঙ্গা শিবিরে থাকতেন, তাদেরই সেনাবাহিনীতে নেয়া হচ্ছে। ওই রাজ্যের অধিকারকর্মী ও স্থানীয় বাসিন্দারা বলছেন, এসব রোহিঙ্গাকে সেনাবাহিনীতে নিয়ে মূলত 'মানবঢাল' হিসেবে ব্যবহার করা হচ্ছে।

চলতি বছরের ১০ ফেব্রুয়ারি মিয়ানমারে প্রথমবারের মতো সেনাবাহিনীতে বাধ্যতামূলকভাবে নিয়োগের আইন প্রয়োগ করা হয়। নতুন আইন বলবৎ করার পর থেকেই সামরিক বাহিনী বুথিডং, মংডু ও সিতওয়ে থাকা রোহিঙ্গাদের নেতা, স্থানীয় প্রতিনিধি এবং অভ্যন্তরীণ উদ্বাস্তু শিবিরে গিয়ে সেনাবাহিনীতে সদস্য নিয়োগের জন্য চাপ দিতে থাকে।

সেনাবাহিনীতে নেয়া যাবে-এমন ১৮ থেকে ৩৫ বছর বয়সী মানুষের তালিকা চাওয়া হয়। এরপর শুরু হয় জোরপূর্বক নিয়োগ। চলতি বছরের এপ্রিলে এক প্রতিবেদনে আন্তর্জাতিক মানবাধিকার সংস্থা হিউম্যান রাইটস ওয়াচ জানায়, ফেব্রুয়ারি থেকে রাখাইন রাজ্যের বিভিন্ন এলাকা থেকে এক হাজারের বেশি রোহিঙ্গাকে অপহরণ ও জোরপূর্বক নিয়োগ দিয়েছে মিয়ানমার সেনাবাহিনী।

এক বিবৃতিতে হিউম্যান রাইটস ওয়াচ জানায়, রাতে অভিযান চালিয়ে রোহিঙ্গাদের তুলে নেয়া এবং নাগরিকত্বের মিথ্যা প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়। সেই সঙ্গে হুমকি দিয়ে গ্রেফতার ও অপহরণের পর মারধর করা হয় তাদের। মোতায়েনের আগে তাদের দুই সপ্তাহের একটা প্রশিক্ষণ দেয়া হয়, যা প্রতিবেদনে 'অবমাননাকর' বলে জানানো হয়েছে।

জোরপূর্বক নিয়োগ করা এসব রোহিঙ্গা সেনার মধ্যে অনেকে বিদ্রোহী গোষ্ঠী আরাকান আর্মির (এএ) বিরুদ্ধে লড়াইয়ে সামনের সারিতে থেকে মারা গেছেন। গত বছরের (২০২৩) অক্টোবর-নভেম্বর থেকে মিয়ানমার জান্তার বিরুদ্ধে তীব্র হামলা চালিয়ে আসছে ব্রাদারহুড অ্যালায়েন্স নামে বিদ্রোহী গোষ্ঠীদের একটি জোট।

মিয়ানমার ন্যাশনাল ডেমোক্রেটিক অ্যালায়েন্স আর্মি (এমএনডিএএ), তাং ন্যাশনাল লিবারেশন আর্মি (টিএনএলএ) ও আরাকান আর্মি (এএ) নিয়ে গঠিত এই ব্রাদারহুড অ্যালায়েন্স। গোষ্ঠীটির জান্তাবিরোধী অপারেশন ১০২৭ শুরুর পর এখন পর্যন্ত বহু এলাকার নিয়ন্ত্রণ হারিয়েছে মিয়ানমার জান্তা।

পশ্চিমাদের 'চোর' অ্যাখ্যা দিলেন পুতিন

আপনজন ডেস্ক: জব্দ হওয়া রাশিয়ার সম্পদের মুনাফা থেকে ইউক্রেনকে পাঁচ হাজার কোটি ডলার ঋণ দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে জি-৭ ভুক্ত শিল্পোন্নত সাত দেশ। এ পদক্ষেপের তীব্র নিন্দা জানিয়েছেন রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন।

শুক্রবারের (১৪ জুন) রুশ পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তাদের সঙ্গে এক বৈঠকে বক্তব্যকালে তিনি বলেন, 'পশ্চিমের নেতারা রাশিয়ার স্থগিত সম্পদ নিতে আইনি ভিত্তি নিয়ে আসার চেষ্টা করছেন। কিন্তু যত চালাকি করা হোক না কেন চুরি এখনো চুরিই।' এ ধরনের সব চোরকে শাস্তি পেতে হবে বলেও হুঁশিয়ার করেন তিনি।

পশ্চিমাদের সতর্ক করে পুতিন আরো বলেন, মস্কো যখন তখন যে কাউকে নিশানায় পরিণত করতে পারে, এটি প্রমাণিত। তাই সম্পদ স্থগিত এবং তা করায়ত্তের চেষ্টাকারীরা পরবর্তী শাস্তির আওতায় আসতে পারে।

গাজায় আহত শিশুদের চিকিৎসা দেবে কলম্বিয়া

আপনজন ডেস্ক: কলম্বিয়ার একটি সামরিক হাসপাতাল ইসরাইল-হামাস যুদ্ধে আহত ফিলিস্তিনি শিশুদের চিকিৎসা সেবা দেবে বলে ঘোষণা দিয়েছে। বৃহস্পতিবার (১৩ জুন) দেশটির পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় থেকে এ ঘোষণা দেয়া হয়।

কলম্বিয়ার বহুপাক্ষিক বিষয়ক উপমন্ত্রী এলিজাবেথ টেলর জে সাংবাদিকদের জানান, শিশুরা পুনর্বাসনের তাদের পরিবারের সঙ্গে কলম্বিয়ায় যাবে। কিন্তু কতজন শিশু কলম্বিয়ায় চিকিৎসা নিতে পারবে, কখন তারা সেখানে যেতে পারবে বা কতদিন সেখানে তারা থাকতে পারবে এই বিষয়ে বিস্তারিত কোন তথ্য দেননি টেলর।

কলম্বিয়ার প্রেসিডেন্ট গুস্তাভো পেট্রোর সুইডেন সফরের সময় টেলর জে এই ঘোষণা দিলেন।

তিনি বলেন, সরকার বিশ্বাস করে যে কলম্বিয়ার সামরিক চিকিৎসকরা দেশটির কয়েক দশক ধরে চলা অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্বের সময় আহতদের যত্ন নেওয়ার সময় যে দক্ষতা অর্জন করেছেন তা তারা ফিলিস্তিনের আহত শিশুদের চিকিৎসার ক্ষেত্রে কাজে লাগাতে পারবেন।

ছড়িয়ে-ছিটিয়ে

ইতালিতে জি৭ সম্মেলন শুরু

আপনজন ডেস্ক: ইতালির দক্ষিণাঞ্চলে পুগলিয়ায় গতকাল বৃহস্পতিবার শুরু হয়েছে শিল্পোন্নত সাত দেশের অর্থনৈতিক জোট জি৭-এর সম্মেলন। জোটের সদস্যরা হলো-যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, ফ্রান্স, জার্মানি, ইতালি, জাপান ও কানাডা। তিন দিনব্যাপী এবারের সম্মেলনে প্রাধান্য পেতে পারে ইউক্রেনকে সহায়তা, গাজায় যুদ্ধবিরতি, অভিবাসননীতি, আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক নিরাপত্তা ও আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্সের (এআই) মতো গুরুত্বপূর্ণ বিষয়।

সম্মেলনে মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন, ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী ঋষি সুনাক, জার্মানির চ্যান্সেলর ওলাফ শোলত্জ, কানাডার প্রধানমন্ত্রী জাস্টিন ট্রুডো, ফ্রান্সের প্রেসিডেন্ট ইমানুয়েল ম্যাখোঁ, ইতালির প্রধানমন্ত্রী জর্জিয়া মেলোনি, জাপানের প্রধানমন্ত্রী ফুমিও কিশিদা, ইউরোপিয়ান কমিশনের প্রেসিডেন্ট উরসুলা ভন ডার লিয়েন, ইউরোপিয়ান কাউন্সিলের প্রেসিডেন্ট চার্লস মাইকেল অংশ নিয়েছেন।

এ ছাড়া ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট ভোলোদিমির জেলেনস্কি ও পোপ ফ্রান্সিস অংশ নিচ্ছেন।

সম্মেলনের ফাঁকে বৈঠকের জন্য ১০টির বেশি দেশের নেতাকে আমন্ত্রণ জানিয়েছে ইতালি। তাঁদের মধ্যে তুরস্কের প্রেসিডেন্ট রিসেপ তাইয়িপ এরদোয়ান, ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি, দক্ষিণ আফ্রিকার প্রেসিডেন্ট সিরিল রামাফোসা অন্যতম। তবে মিসর ও সৌদি আরবের কোনো প্রতিনিধি সম্মেলনে অংশ নিচ্ছেন না।

হজের নিয়ম লঙ্ঘনের দায়ের গ্রেপ্তার ১৮

আপনজন ডেস্ক: হজ পারমিট ছাড়া ৯১ জনকে পরিবহন করে মক্কায় নিয়ে যাওয়ার অপরাধে মক্কার প্রবেশপথে ১৮ সন্দেহভাজনকে গ্রেপ্তার করেছে হজ নিরাপত্তা বাহিনী। এর মাধ্যমে তারা হজের নিয়ম ও প্রবিধান লঙ্ঘন করেছে। সৌদি আরবের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় শুক্রবার এক ঘোষণায় এ তথ্য জানিয়েছে।

সৌদি প্রেস এজেন্সির তথ্য অনুসারে, সন্দেহভাজনদের একজন উপসাগরীয় কোনো দেশের নাগরিক, একজন প্রবাসী ও ১৬ জন সৌদি নাগরিক।

তাদের প্রথমে বৃহস্পতিবার আটক করা হয়। সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ পরিবহনে ব্যবহৃত দুটি যানবাহনও জব্দ করেছে।

পরে পাসপোর্ট মহা অধিদপ্তরের মৌসুমী প্রশাসনিক কমিটি অপরাধীদের বিরুদ্ধে ১৮টি প্রশাসনিক সিদ্ধান্ত জারি করে। এর মধ্যে প্রত্যেক পরিবহনকারীর জন্য ১৫ দিনের জেল এবং ১০ হাজার সৌদি রিয়াল জরিমানা অন্তর্ভুক্ত। এই জরিমানা হজের অনুমতি ব্যতীত পরিবহন করা মোট যাত্রীর সংখ্যা অনুসারে গুণ করা হবে।

এ ছাড়া প্রবাসী অপরাধীদের শাস্তি ভোগের পর নির্বাসিত করা হবে। সেই সঙ্গে প্রাসঙ্গিক আইন মেনে নির্দিষ্ট সময়ের জন্য সৌদি আরবে তাদের প্রবেশাধিকার নিষিদ্ধ করা হবে।

স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় নাগরিক ও প্রবাসীদের হজের নিয়ম ও প্রবিধান মেনে চলার আহ্বান জানিয়েছে, যাতে হজযাত্রীরা তাদের অনুষ্ঠান পালনের সময় নিরাপত্তা, সুরক্ষা ও আরাম উপভোগ করতে পারে।

ইসরায়েলি বাধায় হজে যেতে পারেনি গাজার ২৫০০ মানুষ

আপনজন ডেস্ক: ফিলিস্তিনের অবরুদ্ধ গাজায় মিশরের সঙ্গে সংযুক্তকারী রাফা ক্রসিংয়ে আক্রমণ ও দখলে নেয়ার ফলে এ বছর উপত্যকাটির ২৫০০ বাসিন্দা হজে যেতে পারেননি।

শুক্রবার (১৪ জুন) গাজার ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের বরাত দিয়ে এ তথ্য জানিয়েছে বার্তা সংস্থা আনাদোলু এজেন্সি।

মন্ত্রণালয়ের মুখপাত্র ইকরামি আল-মুদাল্লাল বলেছেন, হজে যেতে বাধা সৃষ্টি করা 'ধর্মীয় স্বাধীনতার স্পষ্ট লঙ্ঘন'। ইসরায়েলি আগ্রাসন ও যুদ্ধের কারণে মিশর ও সৌদি আরবের মধ্যে দিয়ে পরিবহন চুক্তি স্বাক্ষর এবং মক্কা ও মদিনায় হাজিদের থাকার জায়গা বুকিংসহ হজের স্বাভাবিক প্রস্তুতি সম্পন্ন করতে পারেনি মন্ত্রণালয়।

তিনি বলেন, ফিলিস্তিনের অধিকৃত পশ্চিম তীর থেকে অনেকে হজ পালন করতে গিয়েছেন। তবে রাফা ক্রসিং বন্ধ করায় এবং চলমান সংঘাতের কারণে গাজার ২৫০০ মুসল্লি হজে যেতে পারেননি। এই সংখ্যা মোট ৬ হাজার ৬০০ ফিলিস্তিনি হজযাত্রীর ৩৮ শতাংশ।

ইকরামি আরো বলেন, মন্ত্রণালয় মিসর ও সৌদি আরবের সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের সঙ্গে যোগাযোগ করেছে। তারাও ইসরায়েলের এমন কর্মকাণ্ডকে অধিকারের স্পষ্ট লঙ্ঘন বলে উল্লেখ করেছে।

ফিলিস্তিনের এ কর্মকর্তা জানান, এ বছর ক্ষতিগ্রস্তরা আগামী বছর হজের সুযোগ পাবেন। তাদের আগামী বছর অগ্রাধিকার দেওয়া হবে।

পর্যটনকেন্দ্রের টয়লেটে বসানো হলো 'টাইমার'

আপনজন ডেস্ক: চীনের একটি জনপ্রিয় পর্যটনকেন্দ্রের নারীদের টয়লেটে টাইমার বসিয়েছে কর্তৃপক্ষ। টাইমারের মাধ্যমে বাইরে থেকে দেখা যাবে একজন মানুষ টয়লেটে কতটা সময় ব্যয় করছেন। সংবাদমাধ্যম সিএনএন এক প্রতিবেদনে জানিয়েছে, উত্তর চীনের শানসি প্রদেশের ইউনগাং গ্রোটসের টয়লেটে বসানো হয়েছে এসব টাইমার। ইউনগাং গ্রোটোস গুহা কমপ্লেক্সটি এক হাজার ৬০০ বছরেরও বেশি আগে তৈরি হয়েছিল।

সেহেরী ও ইফতারের সময়

সেহেরী শেষ: ভোর ৩.১৮মি.
ইফতার: সন্ধ্যা ৬.২৬ মি.

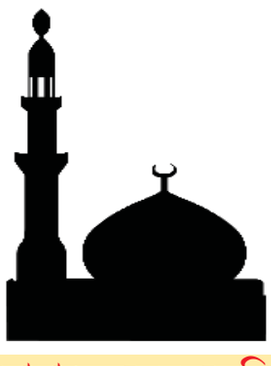

নামাজের সময় সূচি

ওয়াক্ত	শুরু	শেষ
ফজর	৩.১৮	৪.৫১
যোহর	১১.৪১	
আসর	৪.১৬	
মাগরিব	৬.২৭	
এশা	৭.৪৯	
তাহাজ্জুদ	১০.৫৩	

থাইল্যান্ডে বিরল যমজ হাতির জন্ম

আপনজন ডেস্ক: থাইল্যান্ডে একটি এশিয়ান মা হাতি বিরলভাবে যমজ শাবকের জন্ম দিয়েছে। এ ঘটনাকে অলৌকিক বলে মন্তব্য করেছেন দেশটির আয়ুথায় এলিফ্যান্ট পার্ক এবং রয়্যাল ক্রালের কর্মীরা।

সংবাদমাধ্যম বিবিসির এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, যমজ শাবকের জন্ম দেওয়া ৩৬ বছর বয়সী হাতিটির নাম চামচুরি। হাতিটি যমজ শাবক প্রসব করবে বলে আগে কারও ধারণা ছিল না। গত শুক্রবার মা হাতিটি প্রথমে একটি পুরুষ শাবক জন্ম দিলে কর্মীরা মনে করেন, প্রসব শেষ।

এখনও গাজায় কত জিম্মি বেঁচে আছে কেউ জানে না: হামাস

আপনজন ডেস্ক: এখনও অবরুদ্ধ গাজা উপত্যকায় আটক ইসরায়েলি জিম্মিদের মধ্যে কতজন বেঁচে আছে তা কেউ জানে না বলে জানিয়েছে ফিলিস্তিনের স্বাধীনতাকামী সংগঠন হামাসের অন্যতম শীর্ষ নেতা ওসামা হামদান। মার্কিন সংবাদমাধ্যম সিএনএনকে এক সাক্ষাৎকারে এই নেতা বলেন, "এ ব্যাপারে আমার কোনও ধারণা নেই। কারও এ ব্যাপারে কোনও ধারণা নেই।"

গত সপ্তাহে গাজার নুসেইরাত শরণার্থী ক্যাম্পে অভিযান চালিয়ে চার জিম্মিকে মুক্ত করে দখলদার ইসরায়েলের সেনারা। ইসরায়েলে ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়ার পর এসব জিম্মির আত্মীয়-স্বজন ও চিকিৎসকরা দাবি করেছেন, গাজায় তাদের ওপর নিয়মিত মানসিক নির্যাতন চালানো হয়েছে। এ কারণে এখন তারা মানসিক সমস্যায় ভুগছে। এ ব্যাপারে প্রশ্ন করা হলে হামাসের এই নেতা বলেন, "যদি তাদের মানসিক সমস্যা থেকে থাকে তাহলে আমি মনে করি গাজায় ইসরায়েল যা করেছে সেটির জন্য হয়েছে।"

ওসামা হামদান দাবি করেছেন, গত বছরের ৭ অক্টোবর এসব জিম্মির শারীরিক অবস্থা যা ছিল– গাজা থেকে যখন তাদের মুক্ত করা হয় তখন শারীরিক অবস্থা আরও ভালো ছিল। এছাড়া দখলদার ইসরায়েলের সঙ্গে যুদ্ধবিরতিতে সম্মত না হওয়ার পক্ষেও সাফাই গেয়েছেন ওসামা হামদান।

ইয়েমেনে মানবিক কাজের আড়ালে যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরায়েলের গুপ্তচরবৃত্তি

আপনজন ডেস্ক: মধ্যপ্রাচ্যের দেশ ইয়েমেনে যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরায়েলের হয়ে গুপ্তচরবৃত্তির অভিযোগে বেশ কয়েকজন ত্রাণকর্মীকে আটক করেছে দেশটির সশস্ত্র গোষ্ঠী হুতি। তারা বলছে, আটক ব্যক্তিরা মার্কিন-ইসরায়েলি নেটওয়ার্কের গুপ্তচর। এ ব্যাপারে তাদের কাছে যথার্থ প্রমাণ রয়েছে।

গত সোমবার (১০ জুন) গুপ্তচর আটকের ঘোষণা দেয় হুতি। গোষ্ঠীটি বলে, মার্কিন-ইসরায়েলি গুপ্তচর নেটওয়ার্কের পুরো একটি সেলকে তারা আটক করতে সমর্থ হয়েছে। এ দলটি মানবিক কাজের আড়ালে ইয়েমেনের তথ্য যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরায়েলে পাচার করত।

আটক ব্যক্তিরা বিভিন্ন আন্তর্জাতিক মানবিক সংস্থা ও জাতিসংঘের সংস্থাগুলোর হয়ে কাজের অজুহাতে ইয়েমেনে অবস্থান করছিলেন। তাদের কাছে গুপ্তচরবৃত্তির সরঞ্জাম পাওয়া গেছে। তবে ঠিক কতজন আটক করা হয়েছে বা অভিযুক্তদের জাতীয়তা সম্পর্কে কোনো বিবরণ দেয়নি গোষ্ঠীটি। এদিকে জাতিসংঘ আটক ব্যক্তিদের ত্রাণকর্মী হিসেবে অভিহিত করেছে। হুতির ঘোষণার এক দিন আগে রোববার (৯ জুন) জাতিসংঘ জানায়, ১১ জনকে আটক করেছে হুতি। তারা মানবিক কাজে সেখানে অবস্থান করছিলেন।

আপনজন

ইনসাফের পক্ষে নির্ভীক কণ্ঠস্বর

১৯ বর্ষ, ১৬২ সংখ্যা, ২ আষাঢ় ১৪৩১, ৮ জিলহজ, ১৪৪৫ হিজরি

ইহা কি নির্বাচন?

উপমহাদেশে এখনো সুষ্ঠু ও সুস্থ নির্বাচনি সংস্কৃতি গড়িয়া উঠে নাই। যে কারণে নির্বাচনের পূর্বে ও নির্বাচনের দিন তো বটে, নির্বাচন শেষ হইয়া যাইবার পরও চলিতে থাকে নির্বাচনি সহিংসতা ও অস্থিরতা। বিজয় মিছিলে হামলা করা হইতে শুরু করিয়া পছন্দের প্রার্থীকে ভোট না দেওয়ার জন্য ভোটারদের উপর চলে স্টিমরোলার। নির্বাচনের পূর্বে যেমন হামলা-মামলা ও দমন-পীড়ন চলে, তেমনি নির্বাচনোত্তর অত্যাচার-নির্যাতনে বাড়ে আতঙ্ক ও উদ্বেগ। নির্বাচন মানেই গণতন্ত্র নহে। নির্বাচন হইল গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ার একটি অংশ। আমেরিকা ও ইউরোপের মতো উন্নত গণতান্ত্রিক দেশগুলিতে দেখা যায়, নির্বাচনের এক বত্সর পূর্ব হইতেই বিরাজ করে ফুরফুরে নির্বাচনি পরিবেশ। সেইখানে সরকারি ও সরকারবিরোধী সকল দল ও মতের লোকেরই স্বাধীনমতো মতামত প্রকাশ ও সমভাবে প্রচার-প্রচারণা চালাইবার সুযোগ থাকে; কিন্তু ভারতীয় উপমহাদেশসহ উন্নয়নশীল বিশ্বের দেশগুলিতে দেখা যায়, নির্বাচনের এক বত্সর বা তাহারও পূর্ব হইতে চলে ধরপাকড় ও নানা কূটকৌশল। সেইখানে এমন বিষময় পরিবেশ তৈরি করা হয় যাহাতে বিরোধী দলগুলির নেতাকর্মীরা বাড়িতে বা এলাকায় থাকিতে না পারেন। ভোটকেন্দ্রের জন্য কোনো এজেন্ট খুঁজিয়া পাওয়া না যায়। এইভাবে তাহারা যাহাতে নির্বাচনেই অংশগ্রহণ করিতে না পারেন কিংবা করিলেও যাহাতে সুবিধা করিয়া উঠিতে না পারেন। ইহা যে সুস্থ কোনো নির্বাচনি সংস্কৃতি নহে, সেই কথা বলাই বাহুল্য।

আমরা লক্ষ করিতেছি, তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলিতে বিরোধী মতের বা প্রতিপক্ষ নেতাকর্মীদের নামে মিথ্যা, সাজানো ও ভিত্তিহীন মামলা দিয়া তাহাদের জেলে রাখিয়া নির্বাচন উঠাইয়া লওয়ার প্রবণতা দেখা যাইতেছে। এই উপমহাদেশেই এমন ঘটনা ঘটিয়াছে যাহা দুঃখ ও লজ্জাজনক। বিরোধী শীর্ষনেতার নামে মামলা দিয়া তাহাকে শুধু জেলে রাখিয়াই নির্বাচন আয়োজন করা হয় নাই, তাহাদের প্রতীকও ছিনাইয়া লওয়া হইয়াছে। শুধু তাহাই নহে, শীর্ষনেতার বিবির বিরুদ্ধেও মামলা দিয়া তাহাকে গৃহবন্দি করা হইয়াছে। কোথাও কোথাও শীর্ষস্থানীয় বিরোধী দলকে ঠুনকো অজুহাতে নিষিদ্ধ করিবার ঘটনাও ঘটিতেছে। এইভাবে অবাধ, সুষ্ঠু, নিরপেক্ষ, গ্রহণযোগ্য ও অংশগ্রহণমূলক নির্বাচনের পরিবেশে সৃষ্টি করা হইতেছে প্রতিবন্ধকতা। তদুপরি প্রশাসন, আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী ও স্পর্শকাতর বিভাগের যোগসাজশে নির্বাচনে চলিতেছে বহুমাত্রিক অনিয়ম ও দুর্নীতি। নির্বাচনে মাদক ও স্বর্ণ পাচারের মতো কালোটাকার ছড়াছড়ি লক্ষণীয়। গাড়িভর্তি মাদকের টাকা বিতরণ এবং সেই অর্থ দিয়া স্থানীয় প্রশাসন ও আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর লোকজনকে ম্যানেজ করিবার দৃষ্টান্তও রহিয়াছে। তাই ইহা কোনো নির্বাচন হইতে পারে না। যাহারা এইভাবে অন্যায়-অনিয়ম করিতেছে তাহাদের অধিকাংশই ক্ষমতাসীন দল বা তাহাদের লোক। এমনকি ম্যাজিস্ট্রেট হাতেনাতে নির্বাচনকেন্দ্রিক অনিয়ম ধরিলেও তাহার কোনো কূলকিনারা হয় না। আমরা দেখিলাম, বৃহত্তম গণতান্ত্রিক দেশের একজন গুরুত্বপূর্ণ রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীকে নির্বাচনের পূর্বেই গ্রেফতার করিয়া জেলে নেওয়া হইল। তবে মন্দের ভালো এই যে, নির্বাচনের ঠিক কয়েক দিন পূর্বে তাহাকে জেল হইতে ছাড়িয়া দেওয়া হয় যদিও নির্বাচনের পর আবার তাহাকে জেলে নেওয়া হয়। যেইভাবে ক্রমাগত নির্বাচনি, সাংবিধানিক ও রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানগুলিকে ধ্বংস করা হইতেছে তাহা মানিয়া লওয়া যায় না। নির্বাচনি ব্যবস্থাকে যেইভাবে একের পর এক প্রশ্নবিদ্ধ করা হইতেছে তাহা অত্যন্ত পরিহাসমূলক। এই পরিস্থিতি দিনের পর দিন চলিতে পারে না।

এই সকল দেশের নির্বাচনে গুন্ডা বা মাস্তানদেরও ভূমিকা অনেক সময় বড় হইয়া দেখা যায়। তাহাদের দৌরাত্ম্যে ভোটার এমনকি নিজ দলীয় সাধারণ কর্মীরাও হইয়া পড়ে অসহায় ও গুরুত্বহীন। তাহার পরও সেই নির্বাচনে চলে মারপিট, হানাহানি ও খুনাখুনি। এইভাবে চলিতে থাকিলে আগামী কয়েক বত্সরের মধ্যে এই সকল দেশে সমগ্র নির্বাচনি ব্যবস্থা চলিয়া যাইবে ক্রিমিনাল বা অপরাধীদের নিয়ন্ত্রণে। অতএব, সময় থাকিতেই উন্নয়নশীল দেশগুলিকে সুষ্ঠু নির্বাচনি ব্যবস্থা লইয়া গভীরভাবে ভাবিয়া দেখিতে হইবে। নতুবা এই সকল দেশ সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক অস্থিরতা এবং সীমাহীন বিশৃঙ্খলা ও নৈরাজ্যের হাত হইতে পরিত্রাণ পাইবে না।

বিজেপিতে শুরু হয়ে গেছে দোষারোপের পালা

উত্তর প্রদেশে বিপর্যয় কেন, তা নিয়ে বিজেপির শীর্ষ নেতৃত্ব এখনো স্থির সিদ্ধান্তে পৌঁছতে পারেনি। কারণ, রাজ্য ও কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব সেই কাটাছেঁড়া শুরুই করেনি। তবে বিজেপির প্রদেশ নেতৃত্বের একাংশ ইতিমধ্যেই একে অন্যের প্রতি দোষারোপ শুরু করে দিয়েছেন। আবার বিজেপির উগ্র হিন্দুত্ব বাহিনী গাল পাড়তে শুরু করেছে প্রধানত অযোধ্যার হিন্দু সমাজকে। সামাজিক মাধ্যমে এ নিয়ে তোলপাড় চলছে। লিখেছেন **সৌম্য বন্দ্যোপাধ্যায়...**

উত্তর প্রদেশে বিপর্যয় কেন, তা নিয়ে বিজেপির শীর্ষ নেতৃত্ব এখনো স্থির সিদ্ধান্তে পৌঁছতে পারেনি। কারণ, রাজ্য ও কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব সেই কাটাছেঁড়া শুরুই করেনি। তবে বিজেপির জাট কৃষকনেতা প্রয়াত প্রধানমন্ত্রী চরণ সিংকে 'ভারতরত্ন' দেয় ও এরপর তাঁর নাতি রাষ্ট্রীয় লোকদলের নেতা জয়ন্ত চৌধুরীকে সমাজবাদী পার্টির জোট থেকে ভাঙিয়ে এনডিএ জোটে শামিল করে। এভাবে তারা ভেবেছিল ওই তল্লাটের অধিকাংশ আসনে জয় নিশ্চিত করবে। অথচ ৪ জুন ফল প্রকাশের পর দেখা গেল মুজফফরনগর, সাহারানপুর, কৈরানা, সম্ভল, নাগিনা, মোরাদাবাদের মতো আসনে 'ইন্ডিয়া' জোটের কাছে গোহারান হেরেছেন বিজেপি ও এনডিএ প্রার্থীরা। এর পর থেকেই শুরু হয়ে গেছে ওই তল্লাটের দুই বিজেপি নেতা সঞ্জীব বালিয়ান ও সংগীত সোমের একে অন্যের প্রতি বিষোদ্গার।

সঞ্জীব ও সংগীত দুজনেই কৃষিপ্রধান পশ্চিম উত্তর প্রদেশের কট্টর হিন্দুত্ববাদী নেতা। দুজনের বিরুদ্ধেই ঘৃণা ভাষণ, সাম্প্রদায়িক উত্তেজনা সৃষ্টি ও দাঙ্গায় জড়িত থাকার একাধিক অভিযোগ রয়েছে। সঞ্জীব ২০১৪ ও ২০১৯ সালে মুজফফরনগর লোকসভা কেন্দ্রের জয়ী প্রার্থী। মোদি সরকারের দ্বিতীয় দফায় মন্ত্রীও ছিলেন। কিন্তু এবার তিনি সমাজবাদী প্রার্থী হরেন্দ্র সিং মালিকের কাছে হেরে গেছেন। সংগীত সোম মিরাটের প্রভাবশালী ঠাকুর (রাজপুত) নেতা। ওই জেলার সারদানা বিধানসভা কেন্দ্র থেকে ২০১২ ও ২০২২ সালে জিতেওছিলেন। এবার ভোট শুরুর আগে থেকেই তিনি সঞ্জীবের বিরুদ্ধাচরণ শুরু করেন। ফল বেরোনোর পর সঞ্জীব প্রকাশ্যেই বলছেন, সংগীত দলবিরোধী কাজ করে সমাজবাদী প্রার্থীর জয়ে সাহায্য করেছেন। পাল্টা সংগীত বলেছেন, তাঁকে পার্টি যে দায়িত্ব দিয়েছিল তা তিনি পালন করেছেন। সারদানা কেন্দ্র বিজেপি জিতেছে। সঞ্জীবের আত্মানুসন্ধান করা উচিত কেন উনি হারলেন। সংগীত ও তাঁর অনুগামীদের অভিযোগ, সঞ্জীবের লাগামছাড়া দুর্নীতি তাঁর পতনের কারণ। এই চাপান-উতরের মধ্যেই সংগীতের করা এক অভিযোগ ভাইরাল হয়েছে। যেখানে সঞ্জীবের বিরুদ্ধে দুর্নীতির ব্যাপক অভিযোগ আনা হয়েছে। বিদেশে সম্পত্তি কেনার অভিযোগও রয়েছে। সংগীত অবশ্য জানিয়েছেন, ওই অভিযোগ তিনি করেননি। তাঁর নামে অন্য কেউ তা প্রচার করেছে। এবার ভোটের আগে গুজরাটের বিজেপি নেতা, সাংসদ ও মোদি সরকারের সদস্য পুরুষোত্তম রুপালা রাজপুতদের সম্পর্কে কিছু কুমন্তব্য করেছিলেন। তার রেশ ধরে গুজরাট, রাজস্থান ও উত্তর প্রদেশের রাজপুত মহলে ব্যাপক অসন্তোষ দেখা দেয়। রাজস্থান ও পশ্চিম উত্তর প্রদেশে বিজেপির বিপর্যয়ের সেটা একটা কারণ মনে করা হচ্ছে। বিজেপির অন্দর মহলের ধারণা, ঠাকুর (রাজপুত) নেতা ও মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ সহ রাজ্যের ঠাকুর সম্প্রদায়ের (সংগীতও সেই সম্প্রদায়ভুক্ত) 'নীরব ও পরোক্ষ অসহযোগিতা' খারাপ ফল হওয়ার একটা কারণ। যদিও তা প্রমানহীন। বিশ্লেষকেরা দেখিয়েছেন, এবার দলিত ভোট ব্যাপকহারে কংগ্রেস ও সমাজবাদী পার্টিতে চলে গেছে। যে কারণে মায়াবতীর দল বহুজন সমাজ পার্টির ভোট শেয়ার ২০ শতাংশ থেকে ৯ শতাংশে নেমে এসেছে। তাঁর দল একটিও আসন জেতেনি। জিতেছে সমাজবাদী পার্টি ও কংগ্রেস।

সংগীত অবশ্য জানিয়েছেন, ওই অভিযোগ তিনি করেননি। তাঁর নামে অন্য কেউ তা প্রচার করেছে। এবার ভোটের আগে গুজরাটের বিজেপি নেতা, সাংসদ ও মোদি সরকারের সদস্য পুরুষোত্তম রুপালা রাজপুতদের সম্পর্কে কিছু কুমন্তব্য করেছিলেন। তার রেশ ধরে গুজরাট, রাজস্থান ও উত্তর প্রদেশের রাজপুত মহলে ব্যাপক অসন্তোষ দেখা দেয়। রাজস্থান ও পশ্চিম উত্তর প্রদেশে বিজেপির বিপর্যয়ের সেটা একটা কারণ মনে করা হচ্ছে। বিজেপির অন্দর মহলের ধারণা, ঠাকুর (রাজপুত) নেতা ও মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ সহ রাজ্যের ঠাকুর সম্প্রদায়ের (সংগীতও সেই সম্প্রদায়ভুক্ত) 'নীরব ও পরোক্ষ অসহযোগিতা' খারাপ ফল হওয়ার একটা কারণ। যদিও তা প্রমানহীন। বিশ্লেষকেরা দেখিয়েছেন, এবার দলিত ভোট ব্যাপকহারে কংগ্রেস ও সমাজবাদী পার্টিতে চলে গেছে। যে কারণে মায়াবতীর দল বহুজন সমাজ পার্টির ভোট শেয়ার ২০ শতাংশ থেকে ৯ শতাংশে নেমে এসেছে। তাঁর দল একটিও আসন জেতেনি। জিতেছে সমাজবাদী পার্টি ও কংগ্রেস।

বিজেপির ধারণা ছিল, অযোধ্যায় রামমন্দিরের জাঁকজমক উদ্বোধন হিন্দুত্ববাদের লহর তুলবে। সেই চেষ্টায় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি থেকে শুরু করে মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ প্রচারও চালিয়েছিলেন। অথচ দেখা গেল, খোদ অযোধ্যাতেই (কেন্দ্র ফৈজাবাদ) বিজেপি প্রার্থী হেরে গেলেন! শুধু ওই একটি আসনেই নয়, অযোধ্যাকে ঘিরে আম্বেদকর নগর, বস্তি, বরাবাঁকি, আমেথি, সুলতানপুর, রায়বেরিলি কেন্দ্রেও বিজেপি কুপোকাত। অনগ্রসর অধ্যুষিত আসন 'এটা' থেকে চলে গেছে ইন্ডিয়া জোটে। এর পর থেকেই সামাজিক মাধ্যমে ভয়ংকরভাবে শুরু হয়েছে উগ্র হিন্দুত্ববাদীদের আক্রমণ। আক্রমণের লক্ষ্য? সেটাও বিস্ময়করভাবে অযোধ্যার হিন্দু সমাজ!

উগ্র হিন্দুত্ববাদীরা যা ইচ্ছে তাই বলে চলেছেন হিন্দু ভোটারদের উদ্দেশে। উসকানি দিয়েছেন বিজেপির গেরুয়াধারী নেতা উন্নাওয়ের সংসদ সদস্য সাক্ষী মহারাজও। তিনি বলেছেন, 'এই অযোধ্যার জমি হিন্দু করসেবকদের রক্তে ভেসে গিয়েছিল। আমি নিজে হাতে করে নিহত করসেবকদের সরিয়েছি। দুর্ভাগ্য, সেই অযোধ্যাবাসীরা সমাজবাদী পার্টিকে জেতাল!'

সামাজিক মাধ্যমে কেউ 'দুমুখো হিন্দুদের' সমালোচনা করেছেন, কেউ-বা স্থানীয় ধোবি (ধোপা, দলিত) সম্প্রদায়কে গালি দিয়েছেন সমাজবাদী পার্টির দলিত প্রার্থীকে সমর্থনের জন্য, কেউ আবার হিন্দুদের গালাগাল করে লিখেছেন, 'ওরা নপুংসক।' উত্তর প্রদেশের পুলিশ দুয়েকজনকে গ্রেপ্তারও করেছে। সাম্প্রদায়িক অসম্প্রীতি ছড়ানোর অভিযোগও আনা হয়েছে তাঁদের বিরুদ্ধে। ধৃত ব্যক্তিদের মধ্যে বিজেপির উগ্র হিন্দুত্ববাদী সেই স্বঘোষিত নেতাও রয়েছেন, যিনি দিল্লির কংগ্রেস প্রার্থী কানহাইয়া কুমারকে চড় মেরে তাঁর গালে কালি লেপে দিয়েছিলেন। বিজেপির অভ্যন্তরেও উগ্র হিন্দুত্ববাদীদের এই গালিগালাজ নিয়ে অসন্তোষ দেখা দিয়েছে। প্রতিবাদও করছেন কেউ কেউ। যদিও বিরোধী নেতারা বেশি সরব। আর সরব হয়েছেন অযোধ্যার রামমন্দিরের প্রধান পুরোহিত আচার্য সত্যেন্দ্র দাস। তিনি বলেছেন, 'হিন্দুত্বের নামে উগ্র হিন্দুত্ববাদীরা যেভাবে হিন্দু সমাজকে দোষারোপ করছেন, তা বোকামি। ভগবান রামকে তাঁরা ভোটে জেতার হাতিয়ার করে তুলেছিলেন। এই আচরণ ঘৃণ্য।'

রামমন্দির তৈরির মধ্য দিয়ে বিজেপির প্রবল ঢক্কানিনাদের মধ্যে চাপা পড়ে গিয়েছিল ব্যাপক দুর্নীতি, জবরদস্তি জমি অধিগ্রহণ, উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ না দেওয়ার গাদা গাদা অভিযোগ। সাধারণ মানুষের দুর্দশা ও অভিযোগের প্রতি বিন্দুমাত্র কর্ণপাত করেনি বিজেপি ও প্রশাসন। সাধারণ ধর্মপ্রাণ মানুষের অযোধ্যাকে তৈরি করা হয়েছে 'ফাইভ স্টার তীর্থক্ষেত্রে', যেখানে প্রাণের স্পন্দন খুঁজে পাওয়া কঠিন। সেই ব্যাপক অসন্তোষের ঢেউ পৌঁছেছে সীতাপুর, বস্তি, প্রয়াগরাজ, প্রতাপগড়েও। এমনকি বারানসিও বাদ যায়নি। সেখানে উন্নয়ন ও মন্দিরের করিডর তৈরির নামে জনরোষ যেভাবে দমিয়ে রাখা হয়েছে, তার প্রভাব পড়েছে ভোটে। সাড়ে পাঁচ লাখ ভোটে জেতা নরেন্দ্র মোদির ভোট ব্যবধান নেমে এসেছে দেড় লাখে। চন্দ্রশেখর ছাড়া এত কম ভোটের ব্যবধানে ভারতের আর কোনো সাবেক প্রধানমন্ত্রী কখনো জয়ী হননি।

সত্য হলো, সারা ভারতের মতো উত্তর প্রদেশেও বিজেপি রামের নামে ভোট লড়েনি। লড়েছিল মোদির নামে। হার যদি তাই কারও হয়ে থাকে, তা নরেন্দ্র মোদির। কিন্তু সেই সত্য স্বীকারের ক্ষমতা বিজেপির নেই। তারা এখনো ভোটের পর্যালোচনাই শুরু করেনি।

সৌ: প্র: আ:

রাহুল গান্ধি কী করবেন, চিন্তায় পুরো পরিবারই

সৌম্য বন্দ্যোপাধ্যায়

রায়বেরিলি ও ওয়েনাডের মধ্যে কোনটা রেখে কোনটা ছাড়বেন শুধু এই দোলাচলই নয়, রাহুল গান্ধীকে আরও একটি বিষয়ে দ্রুত সিদ্ধান্ত নিতে হবে। লোকসভার বিরোধী নেতার পদ তিনি নেবেন কি না। ২৪ জুন থেকে শুরু হবে সংসদের অধিবেশন। তার আগেই তাঁকে ঠিক করতে হবে দলের সর্বসম্মত সিদ্ধান্তকে মান্যতা দিয়ে ওই পদ তিনি গ্রহণ করবেন কি না।

রায়বেরিলি না ওয়েনাড, রাহুল কোনটা রাখবেন, কোনটা ছাড়বেন সেই সিদ্ধান্ত অনেক কিছুর ওপর নির্ভর করছে। সেই সিদ্ধান্তের সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে ছেড়ে দেওয়া কেন্দ্রে প্রিয়াঙ্কা দাঁড়াবেন কি না। এ নিয়ে কংগ্রেসে তো বটেই, গান্ধী পরিবারও রয়েছে এক প্রবল দোলাচলের মধ্যে। অল ইন্ডিয়া কংগ্রেস কমিটির (এআইসিসি) এক নেতা বৃহস্পতিবার প্রথম আলোকে এ প্রসঙ্গে বলেন, সিদ্ধান্তটা কঠিন। তবে বেশি দিন ঝুলিয়ে না রেখে দল তা দ্রুত গ্রহণের পক্ষপাতী এবং সেই সিদ্ধান্ত অবশ্যই হতে হবে পুরোপুরি রাজনৈতিক।

ওই নেতার কথায়, দোলাচল সবচেয়ে বেশি গান্ধী পরিবারে। বিশেষ করে সোনিয়া গান্ধীর। প্রিয়াঙ্কা দুই কেন্দ্রের যেখান থেকেই দাঁড়ান, তিনি জিতবেন। ফলে গান্ধী পরিবারের তিন সদস্যই সংসদের সদস্য হবেন। সেটা হতে পারে বিজেপির পরিবারবাদ বিরোধিতার আরও একটা অস্ত্র। রাহুল ও প্রিয়াঙ্কা একই কক্ষের সদস্য হওয়ার ফলে বিভিন্ন বিষয়ে ভাই ও বোনের মধ্যে তুলনাও টানা হবে। সোনিয়া মনে করছেন তাতে জটিলতা বাড়তে পারে। কংগ্রেসের ওই নেতার মনে হয়েছে, প্রিয়াঙ্কার সাংসদ হওয়ার বিষয়ে সোনিয়া হয়তো ব্যক্তিগতভাবে খুব একটা আগ্রহী নন; কিন্তু রাজনৈতিক প্রয়োজনীয়তাও তিনি আবার অস্বীকার করতে পারছেন না। বিশেষ করে প্রিয়াঙ্কা যখন পুরোপুরি রাজনীতিতে নেমেই পড়েছেন এবং যথেষ্টই আগ্রহী। সম্প্রতি রায়বেরিলি ও ওয়েনাডের জনতাকে ধন্যবাদ জানাতে গিয়ে রাহুল এ বিষয়ে কিছু স্পষ্ট ইঙ্গিত দিয়েছেন। কংগ্রেসের দৃঢ় ধারণা, রাহুল রায়বেরিলিই রাখবেন। সেটাই হবে উপযুক্ত রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত। কেন তা ব্যাখ্যা করে ওই নেতা বলেন, উত্তর প্রদেশে কংগ্রেস শক্তিশালী না হলে দেশের ক্ষমতা লাভ করা কঠিন। অনেক দিন পর উত্তর প্রদেশে কংগ্রেস পায়ের তলায় কিছুটা জমি খুঁজে পেয়েছে। কংগ্রেসীদের মনোবলও ফিরে আসছে। অনেক বছর পর সমাজবাদী পার্টির নেতা অখিলেশ যাদব ও রাহুলের রাজনৈতিক সম্পর্ক ও সমীকরণ ভালো হয়েছে। দুজনেই বুঝেছেন, বিজেপির মোকাবিলা করতে গেলে একে অপরকে প্রয়োজন। উত্তর প্রদেশে কংগ্রেসকে মজবুত হতে গেলে রাহুলের উচিত রায়বেরিলি ধরে রাখা। তাতে ইতিবাচক বার্তা যাবে। কিন্তু একই সঙ্গে দরকার দাক্ষিণাত্যকেও। দলের অধিকাংশের ধারণা, ওয়েনাড ছেড়ে দিলে কেরালার কংগ্রেসিদের মনে একটা হতাশা জন্ম নিতে পারে। ২০২৬ সালে বিধানসভা নির্বাচনে তার প্রভাব পড়তে পারে। বিশেষ করে ওই রাজ্যে বিজেপি ইতিমধ্যেই যখন কিছুটা প্রভাব বিস্তার করেছে। দলের অধিকাংশ তাই মনে করছেন, রাহুল ওয়েনাড ছাড়লেও প্রিয়াঙ্কা যদি উপ নির্বাচনে দাঁড়ান, তা হলে দলের কোনো ক্ষতি হবে না; বরং প্রিয়াঙ্কার উপস্থিতি রাজ্য রাজনীতিতে এক অন্য মাত্রা জুড়ে দেবে।

এই দোলাচলকে রাহুল নিজে বলেছেন এক অদ্ভুত 'ধর্মসংকট'। তবে ওয়েনাডে গিয়ে তিনি যখন বলেছেন, যে সিদ্ধান্তই নিন তা রায়বেরিলি ও ওয়েনাড দুই কেন্দ্রের জনতাকেই খুশি করবে, তখন মনে করা হচ্ছে প্রিয়াঙ্কাই হবেন উপনির্বাচনের একমাত্র উত্তর। এ রকমই দোলাচলে রাহুল রয়েছেন লোকসভার বিরোধী নেতার দায়িত্ব নেওয়ার প্রশ্নে। কংগ্রেস সংসদীয় দল সর্বসম্মতভাবে প্রস্তাব নিয়েছে রাহুলকে নেতা করার বিষয়ে। কিন্তু এখনো তিনি হ্যাঁ বা না কিছুই বলেননি। ২০১৯ সালেও কংগ্রেস চেয়েছিল রাহুল বিরোধী নেতা হোন। কিন্তু সেবার কংগ্রেস তা দাবি করতে পারেনি ন্যূনতম ৫৫ আসন না পাওয়ায়। অধীর চৌধুরী বিরোধী নেতা হয়েছিলেন, বিজেপি আপত্তি জানায়নি বলে। সেবার রাহুল বিজেপির কৃপায় নেতার পদ গ্রহণে অসম্মত হয়েছিলেন। তা ছাড়া ওই গুরুদায়িত্ব পালনের জন্য তিনি প্রস্তুত কি না, সেই দ্বন্দ্বও তখন তাঁর মধ্যে ছিল। এবার কংগ্রেসকে শাসক দলের দয়ার ওপর নির্ভর করতে হচ্ছে না। সংসদে বিজেপিকে টেক্কা দিতে রাহুলকেই সবাই চাইছেন। কী করবেন তিনি? সামনে থেকে বিরোধীদের নেতৃত্ব দেবেন, নাকি অন্য কাউকে সে জন্য বেছে নেবেন? নেতৃত্ব না দিলে বিজেপি প্রচারের অন্য একটা হাতিয়ার পেয়ে যাবে। রাহুলের যোগ্যতা ও 'সিরিয়াসনেস' নিয়ে প্রশ্ন তুলে দেবে। অধিকাংশ কংগ্রেস নেতা মনে করেন বিজেপিকে সেই সুযোগ দেওয়া উচিত হবে না , বিশেষ করে ভারত জোড়ো যাত্রা এবং নির্বাচনের পর রাহুলের ভাবমূর্তি যখন বদলে গেছে।

ইন্ডিয়া জোটের ভবিষ্যৎ কী হবে সেই সিদ্ধান্তও কংগ্রেসকে নিতে হবে। লোকসভা ভোট বিরোধী জোটকে যে প্রেরণা জুগিয়েছে, তা বজায় রাখতে গেলে কংগ্রেসকে আরও উদ্যোগী হতে হবে। বিশেষ করে রাহুলকে। এ বছরেই মহারাষ্ট্র, হরিয়াণা ও ঝাড়খন্ড বিধানসভার নির্বাচন। জোটবদ্ধ থাকতে পারলে তিন রাজ্যেই 'ইন্ডিয়া'র ক্ষমতা আসার সম্ভাবনা। সামনের বছর গোড়ায় ভোট দিল্লি বিধানসভার। আম আদমি পার্টির (আপ) সঙ্গে কংগ্রেস জোটবদ্ধ থাকবে কি না, ঠিক করতে হবে তা-ও। আপ নেতাদের কেউ কেউ বলতে শুরু করেছেন, ওই জোট ছিল লোকসভার জন্য। বিধানসভায় তারা পৃথক লড়বে। পশ্চিমবঙ্গে তৃণমূল কংগ্রেসের সঙ্গেও জোট নিয়ে প্রবল আড়ষ্ঠতা রয়েছে দুই দলে। 'ইন্ডিয়া' ঐকবদ্ধ থাকা না থাকার ক্ষেত্রে তারও সমাধান প্রয়োজন।

এই বছর জম্মু-কাশ্মীরেও ভোট। উপত্যকার প্রধান দুই দল ন্যাশনাল কনফারেন্স ও পিডিপি গুপকর জোটের শরিক হলেও লোকসভা ভোটে জোটবদ্ধ থাকতে পারেনি। তাতে দুই দলেরই ক্ষতি হয়েছে। মেহবুবা মুফতি ও ওমর আবদুল্লাহ দুজনেই হেরেছেন। বিধানসভা ভোটে দুই দলের মধ্যে বোঝাপড়া করানোর চেষ্টাও রাহুলকে করতে হবে। না হলে বিজেপি ও তার সহযোগী দলগুলোকে ঠেকিয়ে রাখা কঠিন।

সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ রাজ্য মহারাষ্ট্র। লোকসভা নির্বাচনের ফল বোঝাচ্ছে, উদ্ধব ঠাকরে, শারদ পাওয়ার ও কংগ্রেস একজোট থাকলে বিজেপি ও তার দুই শরিকের হাত থেকে মহারাষ্ট্রের ক্ষমতা দখল করা মোটেও কঠিন নয়। লোকসভা ভোটে আসন বন্টন নিয়ে প্রদেশ কংগ্রেস নেতাদের সঙ্গে উদ্ধব ঠাকরের কিছুটা টানাপড়েন চলেছিল। সেই টানাপড়েন আরও বড়ভাবে বিধানসভার ভোটে দেখা দেওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। রাজ্যে শিবসেনা বড় শক্তি হলেও লোকসভা ভোটে দেখা গেল কংগ্রেস তাদের টপকে গেছে। এ অবস্থায় বিধানসভা ভোটের আগে শিবসেনা-কংগ্রেস সমীকরণ ঠিক রাখতে হলে রাহুলকে বাড়তি উদ্যোগ নিতে হবে। কংগ্রেসের মুশকিল হলো মহারাষ্ট্রে তাদের কোনো মুখ নেই। রাজ্য রাজনীতির প্রধান মুখ উদ্ধব ঠাকরে। সেই সত্য মেনে নিয়েই কংগ্রেসকে নীতি ঠিক করতে হবে। রাহুলকেও সব সিদ্ধান্ত নিতে হবে ভেবেচিন্তে।

সৌ: প্র: আ:

প্রথম নজর

বিজেপি ভিজিটিং কার্ড হয়ে যাবে: কুণাল ঘোষ

নিজস্ব প্রতিবেদক ● তমলুক

আপনজন: ভোট পরবর্তী বিজেপির সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে খেজুরিতে প্রতিবাদ সভা করল রাজ্যের শাসকদল। শুক্রবার বিকেলে পূর্ব মেদিনীপুর জেলার খেজুরি ২ নম্বর ব্লকের শ্যামপুরে বিজেপির লাগামহীন সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ সভার আয়োজন করা হয়। এদিন দলের জেলা তৃণমূল সভাপতি পিজুস কান্তি পন্ডা জানিয়েছেন, যদি ৭২ ঘন্টার মধ্যে এখানে সন্ত্রাস বন্ধ না হয় তাহলে তৃণমূল ফাটাবে। আমি পুলিশ-প্রশাসনের সামনে হুঁশিয়ারি দিয়ে বলে যাচ্ছি। আমরা আর এখানে বসে থাকতে পারবো না। পূর্ব মেদিনীপুর জেলা পরিষদের সভাধিপতি উত্তম বারিক বলেন, তেইশের পঞ্চায়েত নির্বাচনের পর থেকে নিজকসবা, হলুদবাড়ি, কামারদা, খেজুরিতে বিজেপির সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে আমরা রুখে দাঁড়াবো। লোকসভা নির্বাচনের পর আবারও বিজেপির হার্মাদরা খেজুরিতে সন্ত্রাস চালাচ্ছে। তৃণমূল কংগ্রেস ঘুরে দাঁড়ালে খেজুরিতে আর কাউকে খুঁজে পাওয়া যাবে না বলে হুঁশিয়ারি দিলেন উত্তম বারিক। রাজ্যের মন্ত্রী বীরবাহা হাঁসদা জানান, আমরা ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারের পাশে আছি। রাজ্যের অন্যতম মন্ত্রী শিউলি সাহা বলেন, চব্বিশের লোকসভা নির্বাচনের পর বাংলার মানুষেরা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপরে আস্থা রেখেছেন। রাজ্য তৃণমূলের মুখপাত্র কুনাল ঘোষ জানিয়েছেন, ৭২ ঘন্টার মধ্যে যারা মেরেছে তাদের কাস্টডি চাই। আমি পুলিশকে বলবো, যেখান থেকে পারো খুঁজে এনে অভিযুক্তদের গ্রেফতার করো।বিজেপি কি সাপের পাঁচ পা দেখে নিয়েছে? বাংলার মানুষ বিজেপিকে বান্ডিল করে বাড়ি পাঠিয়ে দিয়েছেন।

কৃতীদের সম্বর্ধনা দেগঙ্গা পঞ্চায়েতের

মনিরুজ্জামান ● বারাসত

আপনজন: উত্তর ২৪ পরগনার দেগঙ্গা পঞ্চায়েত সমিতির পক্ষ থেকে ২০২৪ সালের উচ্চ মাধ্যমিক এবং মাদ্রাসায় দেগঙ্গা ব্লকের চারজন কৃতী ছাত্রছাত্রীকে সম্বর্ধনা দেওয়া হয়।

লোকসভা নির্বাচনের জন্য এই সম্বর্ধনা অনুষ্ঠান করতে বিলম্ব হয়েছে। এ বছর উচ্চমাধ্যমিকের ক্ষেত্রে ব্লকের মধ্যে মির্জাপুর হাইস্কুলের দুই ছাত্র সুমিত ঘোষ ও শুভেন্দু ঘোষ এবং বেড়াচাঁপা দেউলিয়া উচ্চ বিদ্যালয়ের ছাত্রী রিমলি মন্ডল এবং হাই মাদ্রাসার ক্ষেত্রে আরিজুল্লাপুর হাই মাদ্রাসার ছাত্রী জুলেখা খাতুন কৃতিত্বের ছাপ রাখেন।দেগঙ্গার বিডিও-র চেম্বারে এক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে কৃতী এই চারজন পড়ুয়াকে সম্বর্ধনা দেওয়া হয়।ভবিষ্যৎ পরিকল্পনার জন্য উৎসাহ ও পরামর্শ প্রদান করা হয়। উপহার হিসাবে তাদেরকে ব্যাগ,কলম,নজরুল ও শরৎ রচনাবলী,মিষ্টির প্যাকেট, মেমেন্টো এবং ফুলের তোড়া তুলে দেওয়া হয়।এই সম্বর্ধনা অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন দেগঙ্গার বিডিও ফাহিম আলম,দেগঙ্গা পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতির প্রতিনিধি তুষার দাস,দুই কর্মাধ্যক্ষ এনামুল মোল্লা ও রবিউল ইসলাম মুকুল,দেগঙ্গা সার্কেলের এস আই মহঃ সাহনওয়াজ আলম,মির্জাপুর হাই স্কুলের প্রধান শিক্ষক সুকান্ত পাল,বেড়াচাঁপা দেউলিয়া উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক নিজাম হোসেন সহ আরও অনেকে।বিডিও ফাহিম আলম আলাদা করে এই চারজন পড়ুয়ার সঙ্গে বসে তাদেরকে আগামী দিনের ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা সম্পর্কে মোটিভেট করে উচ্চশিক্ষার জন্য পরামর্শ দেন।

আগ্নেয়াস্ত্র সহ ধৃত এক যুবক

সজিবুল ইসলাম ● ডোমকল

আপনজন: আগ্নেয়াস্ত্র সহ গ্রেফতার এক যুবক, গোপন সূত্রে খবর পেয়ে আগ্নেয়াস্ত্র সহ এক ব্যক্তিকে গ্রেফতার করে ডোমকল থানা পুলিশ। ডোমকলের শীতলনগর ঘাট এলাকা থেকে ওই ব্যক্তিকে গ্রেফতার করা হয় বলে পুলিশ সূত্রের খবর। ওই ব্যক্তির নাম মোমিন মালিথ্যা,তার বাড়ি নদিয়া জেলার হোগললবাড়িয়া থানা এলাকায়। শীতলনগর ঘাট এলাকা থেকে ওই ব্যক্তিকে আটক করে তল্লাশি চালিয়ে তার কাছ থেকে উদ্ধার হয় একটি আগ্নেয়াস্ত্র। তারপরই তাকে গ্রেফতার করে পুলিশ। শুক্রবার ধৃতকে জেলা আদালতে তোলা হয় পুলিশি হেফাজতের আবেদন চেয়ে।

ফেনসিডিল বোতল উদ্ধার

সারিউল ইসলাম ● লালগোলা

আপনজন: শুক্রবার সন্ধ্যার পর লালগোলা স্টেশন চত্বরের বাইরে থেকে সন্দেহজনক চারটি ব্যাগ পড়ে থাকতে দেখে পুলিশকে খবর দেয় স্থানীয় বাসিন্দারা।

লালগোলা থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে ব্যাগগুলি উদ্ধার করে। ভগবানগোলার মহকুমা পুলিশ আধিকারিক ডঃ উত্তম গড়াই বলেন, 'সন্দেহজনক ওই চারটি ব্যাগ খুলে ৪৯৯ বোতল ফেনসিডিল উদ্ধার করা হয়েছে। ঘটনায় শুক্রবার রাত পর্যন্ত কেউ ধরা পড়েনি।'

কোথা থেকে সেই ব্যাগগুলো আসল, কারা রেখে গেছে ফেনসিডিলের ব্যাগ, তার তদন্ত শুরু করেছে ভগবানগোলার পুলিশ।

বামফ্রন্ট আমলে তৈরি মণি নদীর উপরে ঢাকি ব্রিজ আজও যান চলাচলে জন্য উপযোগী হয়ে উঠল না

হাসান লস্কর ● সুন্দরবন

আপনজন: কয়েক কোটি টাকা ব্যয়ে বাম আমলে নির্মাণকার্য শুরু হলেও সোনাটিকারি মনি নদীর উপরে ঢাকি বীজ এখনো পর্যন্ত মানুষের চলাচলের যোগ্য হয়ে ওঠেনি। সমস্যায় বেশ কয়েকটি বিধানসভার মানুষজন,৮ই মার্চ ২০০৮ সালে তখন ছিল বামফ্রন্টের শাসনকাল।সেই সময়ে ঢাকি ব্রিজের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করেন পশ্চিমবঙ্গ সরকারের সুন্দরবন উন্নয়ন মন্ত্রী শ্রী কান্তি গঙ্গোপাধ্যায়। তিনি সুন্দরবন উন্নয়ন মন্ত্রী থাকাকালীন ও পশ্চিমবঙ্গ সরকারের ভূমি দপ্তরের মন্ত্রী আব্দুল রেজ্জাক মন্ডলের উপস্থিতিতে এই ব্রিজের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন ও করেন তারা। তিনি ছিলেন রায়দিঘি বিধানসভার বিধায়ক তৎকালীন সুন্দরবন উন্নয়ন মন্ত্রী কান্তি গঙ্গোপাধ্যায় তার সময়ে যুদ্ধকালীন তৎপরতায় কাজ শুরু হলেও পরে তা বন্ধও হয়ে যায়- বিধানসভা নির্বাচন ঘোষিত হওয়ায় কারণে। আর এই নির্বাচনে তিনি ও পরাজিত হন তৃণমূল কংগ্রেসের রায়দিঘি বিধানসভার প্রার্থী দেবশ্রী রায়ের কাছে। নির্বাচনের পর থেকে বেশ কয়েক বছর ব্রিজের কাজ বন্ধ হয়ে যায় । সুন্দরবন দপ্তরের সহায়তায় আবার যুদ্ধকালীন তৎপরতায় দেবশ্রী রায়ের তত্ত্বাবধানে ব্রিজের কাজ শুরু হয়ে বেশ কয়েক মাস চলার পর আবার আসে বিধানসভা নির্বাচন। আর তাতেই রায়দিঘি বিধানসভা থেকে সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেস দেবশ্রী রায়কে প্রার্থী না করে রায়দিঘির ভূমিপুত্র ডক্টর অলকজলদাতাকে প্রার্থী করে। তিনি ও জয়লাভ করেন। তিনি বিধায়ক হবার পর এলাকার মানুষজন বারে বারে অলোক বাবুকে জানান ও একাধিক দফতরে ব্রীজের কাজ শুরু হওয়ার কথা জানানোর পর অবশেষে কাজ শুরু হয়। সমস্যা থেকে যায়, দুই পাড়ের জমি-জটের সমস্যা। আর এই সমস্যা ব্যাপক আকার ধারণ ও করে কিছুতেই এই সমস্যার সমাধান ও করা যাচ্ছিল না। তখন কুলতলী তে দুবারের সিপিআইএমের বিধায়ক রাম শংকর হালদার থাকায় তিনি এই ব্রিজ নিয়েই ঠিকমতো মাথা ঘামায়নি। পরে সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেস কুলতলী বিধানসভায় গণেশ চন্দ্র মণ্ডল কে প্রার্থী করায় তিনিও জয়লাভ করেন । কুলতলী ও রায়দিঘির জনসাধারণ দুই বিধায়কের বিষয় জানালে, তাদের তত্ত্বাবধানে জমি জট কাটানো সম্ভব হয়। কুলতলী বিধানসভার অধীনে পড়ে জয়নগর ২ ব্লকের চুপড়িঝাড়া অঞ্চল। আর এখানেই সোনাটিকারি মনি নদীর উপরে ঢাকি ব্রিজ টির কাজ শুরু হয়। কুলতলিতে তৃণমূল কংগ্রেস গণেশচন্দ্র মন্ডলের উপর ভরসা করায় তিনি বিধায়ক নির্বাচিত হন ।আর এরপরে দুই বিধানসভার সংযোগকারী ঢাকী ব্রিজ এপ্রোচ রোডের জমি জট কাটিয়ে অ্যাপ্রস রোডের মাটির কাজ শুরু হলেও বর্ষা নামতে আর কয়েকটা দিন মাত্র বাকি । এই ব্রিজের বরাতকারী ঠিকাদার সংস্থা ঠিক মতো কাজ না করায় চরম দুর্দশায় ও দুরবস্থার মধ্যে দুইটি বিধানসভার মানুষজন।

বিশেষ করে কুলতলী থেকে যারা রায়দিঘি কলেজ কিম্বা হাসপাতালে যেতে হয় তাদের খুবই সমস্যায় পড়তে হচ্ছে, তাদের একমাত্র ভরসা খেয়া পারাপার। ঢাকি রায়দিঘি ও গুড়গুড়িয়ার যাত্রী ঠিকমতো না হলে পারা পার সম্ভব হয়ে ওঠে না। তার উপরে প্রাকৃতিক বিপর্যয় হলে আর কথাই নেই। চরম দুর্ভোগে পড়তে হয় নিত্যযাত্রীদের। কবে এই নরক যন্ত্রণা থেকে রেহাই পাবে এলাকাবাসী।

সোনাটিকারি মনি নদীর উপরে ঢাকি ব্রিজ বরাবর প্রতিনিয়ত যেতে হয়, পূর্ব জটার বাসিন্দার সূর্য হালদারের কথায় এই ব্রিজটি চলাচলের যোগ্য হয়ে উঠলে প্রতিদিন লক্ষাধিক মানুষজন যাতায়াত করবে ও দূর-দূরান্ত থেকে আসা মানুষদের সুবিধা হবে।প্রতিদিন খেয়া পার হয়ে স্কুলে যেতে হয় দেবীপুর এইচ এম বিদ্যাপীঠের শিক্ষক জামাল উদ্দিন মোল্লা তিনি জানান যদি এদিকে একটি ব্রিজ হত তাহলে খুবই সুবিধা হতো। ছালাউদ্দিন ঢালী অম্বর আলী মোল্লা কোথায় দ্রুততার শাহিদেই কাজ চলছে আর কয়েক মাসের মধ্যে যানবাহন সহ মানুষজন চলাফেরা করতে পারবেন। দেখা যাক দীর্ঘ ১৭ বছর পর সোনাটিকারী মণি নদীর উপরে ঘাঁটির সাধারণ মানুষের চলাচলের উপযুক্ত হয় কিনা সেই আশায়।

বিশ্বসঘাতকতাকারীদের দল থেকে তাড়ানো হবে: তৃণমূল সাংসদ

সঞ্জীব মল্লিক ● বাঁকুড়া

আপনজন: "দলে থেকে যারা বিশ্বাসঘাতকতা করেছে তাদের চিহ্নিত করা হয়েছে, তাদের দল থেকে লাথ মেরে তাড়ানো হবে" ভোট মিটতেই অন্তর্ঘাত নিয়ে কড়া মনোভাব তৃণমূল সাংসদ অরুপ চক্রবর্তীর । জয় মিলেছে কিন্তু আশানুরূপ লিড মেলেনি। কেন এমনটা হল তা নিয়ে পর্যালোচনার পর দলের অন্দরেই অন্তর্ঘাতের গন্ধ পেয়েছে তৃণমূল। এই অন্তর্ঘাত নিয়ে এবার কড়া পদক্ষেপের হুঁশিয়ারি দিল বাঁকুড়ার তৃণমূল নেতৃত্ব। নব নির্বাচিত সাংসদ অরুপ চক্রবর্তী প্রকাশ্য সভায় বললেন, "যারা দলের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা ও বেইমানি করেছে তাদের চিহ্নিত করা হয়েছে। এবার দল থেকে বহিস্কার করা হবে"। ভোট মিটতেই অরুপ চক্রবর্তীর এমন মন্তব্যে বাঁকুড়া জুড়ে শুরু হয়েছে জোর চর্চা।

সদ্য সমাপ্ত লোকসভা নির্বাচনে এ রাজ্যের নজরকাড়া কেন্দ্রগুলির মধ্যে অন্যতম ছিল বাঁকুড়া লোকসভা কেন্দ্র। কারন এই কেন্দ্রে বিজেপি প্রার্থী ছিলেন কেন্দ্রের বিদায়ী মন্ত্রী সুভাষ সরকার। অন্যদিকে তৃণমূলের প্রার্থী ছিলেন তালডাংরার বিধায়ক অরুপ চক্রবর্তী। স্বাভাবিক ভাবে ঘাসফুল ও গেরুয়া শিবির উভয়ের কাছেই এই কেন্দ্রের নির্বাচনী লড়াই ছিল প্রেস্টিজের লড়াই । শেষ পর্যন্ত হেভিওয়েট সুভাষ সরকারকে হারিয়ে জয়ী হন তৃণমূলের অরুপ চক্রবর্তী। কিন্তু প্রত্যাশিত লিড মেলেনি বলে কিছুটা হলেও হতাশ দলের জেলা নেতৃত্ব। তৃণমূল সূত্রে খবর দলের কর্মীদের বুথ ফেরত সমীক্ষা জানিয়েছিল অরুপ চক্রবর্তী ১ লক্ষ ১৮ হাজার ভোটে জয়ী হচ্ছেন। সেই জায়গায় অরুপ চক্রবর্তী জেতেন মাত্র ৩২ হাজার ৭৭৮ ভোটে। অরুপ চক্রবর্তীর নিজের শহর বাঁকুড়াতেই তৃণমূল বিজেপির কাছে পিছিয়ে রয়েছে ১৬ হাজার ৩১২ ভোটে। এর পিছনে কারন খুঁজতে গিয়ে তৃণমূল কর্মীদের একাংশের অন্তর্ঘাতের তত্ব উঠে আসে। গতকাল বাঁকুড়ার সিমলাপালে দলের নেতা কর্মীদের ধন্যবাদ জানাতে গিয়ে নব নির্বাচিত সাংসদ অরুপ চক্রবর্তী প্রকাশ্যে হুঁশিয়ারি দিয়ে বলেন, দলের খেয়ে, দলে থেকে বড় হয়ে যারা বেইমানি করেছে দল তাদের চিহ্নিত করে রাজ্যকে জানিয়েছে। খুব শিঘ্রই তাদের দল থেকে বহিস্কার করা হবে। অরুপ চক্রবর্তী এই বেইমান বলতে কাদের ইঙ্গিত করতে চেয়েছেন তা স্পষ্ট করতে চাননি। তাঁর ইঙ্গিতপূর্ণ মন্তব্য যারা তৃণমূলের পঞ্চায়েত, পঞ্চায়েত সমিতি ও জেলা পরিষদে থাকার সুবিধা নিয়েছে অথচ লোকসভা ভোটে দলের সাথে বেইমানি ও বিশ্বাসঘাতকতা করেছে তাদের বিরুদ্ধেই দল ব্যবস্থা নেবে। পরে সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে অরুপ চক্রবর্তী বলেন, " বেইমানদের চিহ্নিত করে রাজ্যকে ইতিমধ্যেই জানানো হয়েছে। রাজ্য অনুমোদন দিলেই তাদের লাথি মেরে দল থেকে বের করে দেওয়া হবে। দুষ্ট গরুর চেয়ে শূন্য গোয়াল ভালো"।

বারুইপুরে ফুড প্রসেসিং ইউনিট তৈরির উদ্যোগ শুরু সায়নীর

জাহেদ মিস্ত্রী ● বারুইপুর

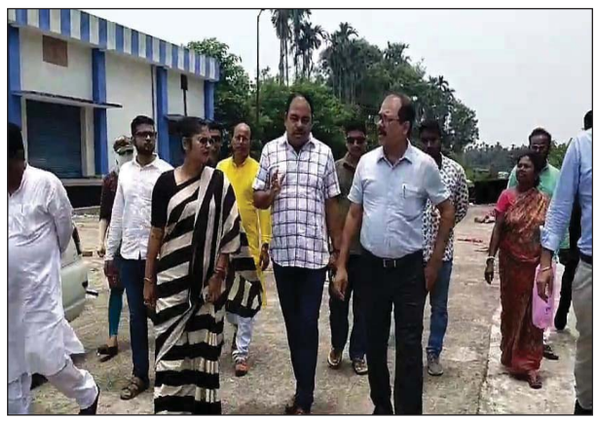

আপনজন: নির্বাচনী প্রচারের সময় কথা দিয়েছিলেন ভোটে জিতলে এলাকার মানুষের পাশে থাকবেন। আর এবার সেই কথা রাখতেই কার্যত নির্বাচনে জিতে কাজের ময়দানে নেমে পড়লেন যাদবপুর লোকসভা কেন্দ্রের তৃণমূল প্রার্থী তথা নব নির্বাচিত সাংসদ সায়নি ঘোষ। বারুইপুর ফুলতলা কৃষাণ মান্ডি সংলগ্ন এলাকায় ফুড প্রসেসিং ইউনিট তৈরির জন্য স্থানীয় বিধায়ক বিভাস সর্দারের সাথে দফতরের আধিকারিকদের সঙ্গে নিয়ে এলাকা পরিদর্শন করলেন।

এছাড়াও সাথে ছিলেন বারুইপুর পঞ্চায়েত সমিতির সহকারি সভাপতি শ্যামসুন্দর চক্রবর্তী ও অন্যান্য আধিকারিকরা।

বারুইপুর পেয়ারা, আম, জাম, জামরুল, লিচুর জন্য বিখ্যাত। বারুইপুর পূর্বের বিধায়ক বিভাস সরদার বহুদিন ধরে মুখ্যমন্ত্রীর কাছে দরবার করে আসছিলে বারুইপুরে একটি কোল্ড স্টোরেজ ও ফুড প্রসেসিং ইউনিট করার জন্য। বিধায়ক বলেন বারুইপুর বিভিন্ন ফলের জন্য বিখ্যাত, এখানে একটি কোল্ড স্টোরেজ ও ফুট প্রসেসিং ইউনিট হলে চাষীরা অনেক লাভবান হবে, বারুইপুরের আম লিচু পেয়ারা এখন রাজ্যের বাইরে শুধু নয় দেশের বাইরেও রপ্তানি হচ্ছে, কোল্ড স্টোরেজ ও ফুড প্রসেসিং ইউনিট চালু হলে বিদেশে আরও উন্নত মানের ফল রপ্তানি করা সম্ভব হবে। নির্বাচনী প্রচারে এসে মুখ্যমন্ত্রীও ঘোষণা করেছিলেন বারুইপুরে একটা কোল্ড স্টোরেজ ও ফুড প্রসেসিং ইউনিট গড়ে তোলার জন্য। আর নির্বাচন মিটতেই সেই কাজে গতি এল। শুক্রবার দুপুরে দফতরের আধিকারিকদের সাথে নিয়ে বারুইপুর পূর্বের বিধায়ক বিভাস সর্দার ও যাদবপুর লোকসভা কেন্দ্রের সাংসদ সায়নি ঘোষ গোটা এলাকা ঘুরে দেখলেন। প্রাথমিক ভাবে জমি চিহ্নিত করা হয়েছে। ৫ থেকে ৮ একর জমির প্রয়োজন এই পরিকাঠামো গড়ে তোলার জন্য। সায়নি বলেন, বড় ধরনের ফুড প্রোসেসিং ইউনিট এখানে গড়ে তোলা হবে। বিধায়কের পূর্ব পরিকল্পনা ও ঐকান্তিক প্রচেষ্টা,সেই সঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সমর্থন না থাকলে এটা করা সম্ভব হতো না। আপাতত এটা প্রাথমিক পর্যায়ে আছে, জমি দেখা হয়েছে, বড়সড়ো একটি পরিকাঠামো নিয়ে নামা হবে, মুখ্যমন্ত্রী আশ্বাস দিয়েছেন, খুব তাড়াতাড়ি বাস্তবায়িত হবে, সেই সঙ্গে হবে প্রচুর কর্মসংস্থান।

মাথায় সার্চলাইট বেঁধে বৃদ্ধার সর্বস্ব লুঠ করে চম্পট দুষ্কৃতীদের

জিয়াউল হক ● চুঁচুড়া

আপনজন: মাথায় সার্চলাইট বেঁধে এক বৃদ্ধার বাড়িতে নির্বিচারে লুঠপাট চালাল একদল দুষ্কৃতী। ঘটনাটি ঘটেছে শুক্রবার ভোররাতে। ব্যান্ডেলের নলডাঙ্গা এলাকায়। প্রায় ৭০ বছরের রেণু পালের দুই মেয়ে। দুই মেয়েই বিবাহিতা। বড় মেয়ে অদিতি বন্দ্যোপাধ্যায় থাকেন ব্যান্ডেল ওলাইচন্ডীতলায়। ছোট মেয়ে সোনালী শিণ্ডে থাকেন মুম্বইতে। গত দু মাস ছোটমেয়ের বাড়িতে কাটিয়ে সোমবার নিজের বাড়িতে ফিরে আসেন রেণু।

রেণুদেবীর প্রয়াত স্বামী ছিলেন সরকারি কর্মচারি। আর রেণু ছিলেন রেলে। সেই হিসেবে মোটা অংকের পেনশন পেতেন এই বৃদ্ধা। মুম্বাই থেকে আসার পর তিনি ব্যাংক থেকে পেনশন এনে ঘরের আলমারিতে রেখেছিলেন। দুষ্কৃতীরা আলমারির চাবি খুলে সেই পেনশনের ৩৫ হাজার টাকা হাতিয়ে নেয়। শুধু তাই নয়, ভয় দেখিয়ে ওই বৃদ্ধার পরনের অলংকারও খুলতে বাধ্য করে। এরপর তারা ওই বৃদ্ধাকে তাঁরই সায়া দিয়ে বেঁধে পালিয়ে যায়। এদিন ঘটনাস্থলে গেলে রেণু জানান, "তখন মাঝরাত হবে। আমি বাথরুমে গিয়েছিলাম। সেখান থেকে বের হয়ে ঘরে আসতেই দেখি অন্ধকার ঘরের মধ্যে চারটে আলো। বুঝতে পারি কেউ ঢুকেছে। ওরা ছিল জনা চারেক। অল্পবয়সী ছোকরা। বুঝতে পারি সবার মাথায় ব্যান্ড লাগানো আলো আছে।" বৃদ্ধাকে দুষ্কৃতীরা বলে, চিৎকার করলে মেরে দেবে। হাত পা বেঁধে রেখে শরীর থেকে সোনার গয়না খুলে নেয়। আলমারির চাবি নিয়ে আলামারি খোলে। সেখান থেকে পেনশনের ৩৫ হাজার টাকাও নিয়ে নেয়। ওই বৃদ্ধা আরও জানান, মনে হয় নেশা করেছিল প্রত্যেকেই। একজন তো ঘুমিয়েও পরেছিল। তাকে অন্যান্যরা ঠেলে তুলে বলে, এখানে কি ঘুমোতে এসেছিস? যেটা করতে এসেছিস সেটা আগে করে কাট। লুট করতে করতে বৃদ্ধার স্বামী কী করত, কবে মারা গেছে, মেয়েরা কোথায় থাকে এসবও জেনে নেয় দুষ্কৃতীরা। সর্বস্ব হাতিয়ে নেওয়ার পর দুষ্কৃতীরা যখন চলে যাচ্ছে বিরক্ত বৃদ্ধা এও বলেন টিভিটা কেন ফেলে রাখছে? সেটাও নিয়ে গেলেই পারে। দুষ্কৃতীরা চলে যাওয়ার পর ওই বৃদ্ধা নিয়েই তাঁর বাঁধন খুলে ফেলে বাইরে বেরিয়ে আসেন। পাড়ার ছেলেদের সহযোগিতায় স্থানীয় ব্যান্ডেল পুলিশ ফাঁড়িতে খবর যায়। পুলিশ আসে। পুলিশের অনুমান, ওই বৃদ্ধা দীর্ঘদিন বাড়ি ছিলেন না। ফাঁকা পড়ে ছিল বাড়ি। সেই খবর ছিল দুষ্কৃতীদের কাছে। তারা সম্ভবত বুঝতে পারেনি ওই বৃদ্ধা চলে এসেছেন। ভেবেছিল অন্ধকারে চুরি করে চলে যাবে। পাশাপাশি পুলিশ নিশ্চিত কোনও লোকাল গ্যাংয়ের কাজ এটা। চন্দননগর পুলিশ কমিশনারেটের এক আধিকারিক জানান, তাঁরা সব দিকই খতিয়ে দেখছেন। কিছু সূত্র তাঁরা পেয়েছেন। খুব তাড়াতাড়ি অপরাধীরা ধরা পড়বে বলে তাঁরা আশা করছেন।

ছড়িয়ে-ছিটিয়ে

জামতারা গ্যাংয়ের সদস্য আটক

সেখ রিয়াজুদ্দিন ● বীরভূম

আপনজন: প্রতারণা চক্রের জাল দিন দিন বেড়েই চলেছে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন পদ্ধতি অবলম্বন করে।বহু ব্যাক্তি সেই জালে পড়ে গিয়ে তার সর্বস্য খোয়াতে হয়েছে।কখনো ব্যাঙ্কের নামে ফোন করে ওটিপি চাওয়া,কখন এটিএম জালিয়াতি ইত্যাদি ভাবে চক্রটি কাজ করছে বলে খবর। সেইরূপ ১৪ ই জুন দুপুরের দিকে গোপন সূত্রে খবর পায় খয়রাশোল থানার পুলিশ যে খয়রাসোল স্টেট ব্যাঙ্কের লাগোয়া এটিএম র কাছাকাছি এক অপরিচিত ব্যক্তি ঘোরাঘুরি করছে। পুলিশ নজরদারি রাখতে শুরু করেন এবং স্থানীয় স্টেট ব্যাংকের এটিএম থেকে বের হতেই পুলিশ তাকে আটক করে। এরপর পুলিশের জিজ্ঞাসাবাদে ধৃত ব্যক্তি তার ঠিকানা বলে। সেক্ষেত্রে পুলিশের সন্দেহ আরও বেড়ে যায়।জানা যায় ধৃতের নাম সজল গোপ। বাড়ি ঝাড়খন্ড রাজ্যের জামতারা জেলার বাগডহরি থানার মুরাবেরিয়া গ্রামে।উল্লেখ্য মুরাবেরিয়া গ্রামটি ঝাড়খণ্ড সীমান্তবর্তী বীরভূম জেলার খয়রাশোল এবং লোকপুর থানার গা ঘেঁষে। উক্ত গ্রামটির অনেক যুবক সাইবার ফ্রড এর সাথে যুক্ত বলে পুলিশের কাছে খবর ।

গভীর সমুদ্রে পাড়ি দেবে এবার ট্রলার

আসিফা লস্কর ● রায়দিঘি

আপনজন: সমুদ্রে যাওয়ার নিষেধাজ্ঞা উঠছে শুক্রবার থেকে। ইলিশের সন্ধানে গভীর সমুদ্রে পাড়ি দেবে সুন্দরবনের কয়েক হাজার ট্রলার। এই মুহূর্তে চরম ব্যস্ত রায়দিঘী সহ সুন্দরবনের বিভিন্ন মৎস্যবন্দর গুলি। ট্রলার গুলিতে মাছ ধরার জাল থেকে শুরু করে তেল ও বরফ সহ বিভিন্ন সামগ্রী মজুত করার কাজ চালাচ্ছে মৎস্যজীবীরা। এপ্রিলের ১৪ তারিখ থেকে জুনের ১৪ তারিখ পর্যন্ত ৬১ দিন ব্যান্ড পিরিয়ড থাকে। মুলত এই দুই মাস ইলিশের প্রজনন সময় থাকার কারণে সমস্ত মাছ ধরার উপরে নিষেধাজ্ঞা জারি করে মৎস্যদপ্তর। সেই নিষেধাজ্ঞা উঠতে চলেছে। আর কয়েকটি দিন পরে ভোজন রসিক বাঙালির পাতে আসতে চলেছে ইলিশ মাছ। এই বিষয়ে মৎস্যজীবীরা মনে করছে ভালো পরিমাণে ইলিশ পাওয়া সম্ভবনা তৈরি হয়েছে। বর্ষা আগে ভাগেই প্রবেশ করে গিয়েছে । তাই সমুদ্রে রূপালী শস্য ভালো পরিমাণ ধরা সম্ভব হবে বলে আশায় বুক বাঁধছে সুন্দরবনের মৎস্যজীবীরা।

১০০ বারের বেশি বার রক্তদান করায় আশরাফকে সম্মান স্বাস্থ্য ভবনের

মোল্লা মুয়াজ ইসলাম ● বর্ধমান

আপনজন: সমাজসেবায় সারাটি জীবন ব্যয় করেছেন পূর্ব বর্ধমানের সবার প্রিয় বাবু দা । রক্তদান শিবির করে পূর্ব বর্তমানে ইতিহাস সৃষ্টি করেছেন আশরাফ উদ্দিন বাবু। যিনি বহুদিন ধরে দিল্লিতে কোন মন্ত্রী কোন সাংসদ এর পি এ হিসাবে কার্য সম্পাদন করেছেন। পূর্ব বর্ধমানে পড়াশোনা কালীন ,পরবর্তী ক্ষেত্রে দিল্লিতে থাকা অবস্থায় চিকিৎসা বিষয়ে বা অন্যান্য কোন বিষয়ে সাহায্যের জন্য এলে তিনি কাউকে ফেরাতেন না। অল ইন্ডিয়া মেডিকেল ইনস্টিটিউটে বাংলা আসাম অন্যান্য রাজ্যের রোগীদের চিকিৎসা করিয়ে তিনি অভূতপূর্ব জনপ্রিয়তা অর্জন করেন । দেশের প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি প্রণব মুখার্জি বিশেষ সিনেমা বা জন হিসাবে পরিচিত ছিলেন আশরাফ উদ্দিন বাবু। এখন বাংলার সংসদেরা দিল্লিতে দিল্লিতে ব্যক্তিগত কোন অসুবিধা এই সম্মুখীন হলে তাদের একমাত্র হাতিয়ার ছিলেন আশরাফ উদ্দিন বাবু । রক্তদান শিবির করে মানুষের পাশে দাঁড়ানো নিজের জীবনের ধ্যান-জ্ঞান করে ফেলেছেন আশরাফ উদ্দিন বাবু । বাবা পূর্ব বর্ধমানের এগ্রিকালচার ডিরেক্টর ছিলেন। তার কাছ থেকেই সমাজ সেবার হাতে খড়ি । পূর্ব বর্ধমানে যদি কারো কোন রক্তের প্রয়োজন হয় যে নামটি মানুষের মনে আসবে তার নামে আশরাফ উদ্দিন বাবু।

ইউরো জিততে ‘প্রস্তুত’ রোনাল্ডো, আছেন আতঙ্কেও

আপনজন ডেস্ক: ইউরোর এবারের আসরে যাঁদের দিকে সবচেয়ে বেশি চোখ থাকবে, ক্রিস্টিয়ানো রোনাল্ডো তাঁদের অন্যতম। ক্যারিয়ারের ষষ্ঠ ইউরো খেলতে যাওয়া রোনাল্ডোর সামনে আছে একাধিক রেকর্ডের হাতছানিও। তবে ব্যক্তিগতভাবে রোনাল্ডো রেকর্ডের পরিবর্তে শিরোপাটাই জিততে চান বেশি করে।
২০১৬ সালে দেশের হয়ে ইউরো জেতার স্বাদ পেয়েছেন ‘সিআর সেভেন।’ এখন পর্তুগালকে দ্বিতীয়বারের মতো ইউরো জেতার স্বাদ দিতে পারলে সেটি রোনাল্ডোর জন্য দারুণ কিছুই হবে। সম্প্রতি ইউরো সামনে রেখে এক সাক্ষাৎকারে ইউরো জেতার জন্য মরিয়া হয়ে থাকার কথা বলেছেন তিনি। বলেছেন, এই প্রজন্মের খেলোয়াড়েরা ইউরো জেতার দাবিদার। পাশাপাশি দলকে জেতানোর জন্য প্রস্তুত বলেও জানিয়েছেন রোনাল্ডো।
ইউরোতে রোনাল্ডোর পাশাপাশি পর্তুগালকে প্রতিনিধিত্ব করবেন ব্রুনো ফার্নান্দেজ, বের্নার্দো সিলভা, রুবেন দিয়াজ ও দিয়েগো জোতাদের মতো ক্লাব ফুটবল মাতানো তারকারা। তাঁদের হাতে ইউরোর ট্রফি দেখতে চান জানিয়ে রোনাল্ডো বলেছেন, ‘আমি বিশ্বাস করি এই প্রজন্ম ইউরো জেতার দাবিদার। সেমিফাইনাল? আমি আশা করি আমরা আরও বেশি দূর যেতে পারব।’
সতর্কতার সঙ্গে প্রতিটি ধাপ পেরোতে চান জানিয়ে রোনাল্ডো আরও বলেছেন, ‘আমাদের ধাপে ধাপে এগিয়ে যেতে হবে। প্রতিটি মুহূর্তকে উপভোগ করতে হবে। এখন পর্যন্ত যেভাবে কাজ করেছি, সেভাবে করে যেতে হবে।’
এবারের ইউরোতে অনেকগুলো রেকর্ড নিজের করে নেওয়ার সুযোগ আছে রোনাল্ডোর। তবে রেকর্ডের দিকে না তাকিয়ে খেলাটাকে উপভোগ করার কথা জানিয়ে রোনাল্ডো বলেছেন, ‘আমি ফুটবল উপভোগ করছি। এর ফলাফল হিসেবে রেকর্ড আসবেই। রেকর্ড আমার লক্ষ্য নয়, যা হওয়ার নিজের নিয়মেই হবে। এটা আমার ষষ্ঠ ইউরোপিয়ান চ্যাম্পিয়নশিপ। দারুণভাবে আমি টুর্নামেন্টটা উপভোগ করতে চাই। ভালো খেলার পাশাপাশি চাই দলকে জয় এনে দিতে। শুরুটা ভালো করাটা জরুরি।’
দলকে শিরোপা এনে দিতে প্রস্তুত জানিয়ে রোনাল্ডো বলেছেন, ‘আমি প্রস্তুত। আমি এই প্রতিযোগিতার জন্য নিজেকে প্রস্তুত করেছি। উদ্বেগ সব সময় থাকে। আতঙ্ক কাজ করে, বিশেষ করে ম্যাচের আগের দিন। আমি আনন্দিত যে আমি অনুভব করছি। যখন আমি এটা অনুভব করব না, তখন থেমে যাওয়াই ভালো হবে। আমি উৎসাহী অনুভব করছি। আমি দলকেও বেশ শান্ত দেখছি।’

বিশ্বকাপ আক্ষেপ হয়েই থাকল নিউজিল্যান্ডের সোনালি প্রজন্মের

আপনজন ডেস্ক: ৭৫.২ ওভার। ভেঙে বললে ৪৫২ বল। নিউজিল্যান্ড-আফগানিস্তান ও নিউজিল্যান্ড-ওয়েস্ট ইন্ডিজ ম্যাচের পুরো খেলার যোগফল এটি। তবে দুটি ম্যাচই নয়, বলতে পারেন ২০২৪ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে নিউজিল্যান্ডের দৌড়ানো পথই এটুকু। গ্রুপ পর্বে এখনো দুটি ম্যাচ বাকি কেইন উইলিয়ামসনদের। কিন্তু উগান্ডা ও পাপুয়া নিউগিনির বিপক্ষে সেই দুটি ম্যাচ এখন খেলা না-খেলায় কিছু আসে যায় না। ‘সি’ গ্রুপ থেকে ওয়েস্ট ইন্ডিজের পর আফগানিস্তানও সুপার এইট নিশ্চিত করে ফেলায় নিউজিল্যান্ডের বিদায় নিশ্চিত হয়ে গেছে। যে বিদায়ের মঞ্চ কিউই ক্রিকেটে অনেক দিন ধরেই অচেনা। প্রথম পর্ব থেকে বাদ পড়ার অচেনা সেই পথ বলছে, একটি সোনালি প্রজন্মের দিনও এখন সমাগত। এক দশক ধরে সাদা বলের আইসিসি টুর্নামেন্টে সবচেয়ে সফল দল নিউজিল্যান্ড। না, এ সময়ে একটিও ট্রফি জেতেনি দলটি। কিন্তু ২০১৫ থেকে ২০২৩ সালের মধ্যে ওয়ানডে ও টি-টোয়েন্টি মিলিয়ে হওয়া ৬ বিশ্বকাপের সব কটিতে সেমিফাইনাল খেলা একমাত্র দল নিউজিল্যান্ড। এর মধ্যে ২০১৯ সালের ওয়ানডে আর ২০২১ সালের টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে ফাইনালও খেলেছেন উইলিয়ামসনরা (যদিও দুটিতেই হেরেছেন)। একই দল জিতেছে ২০২১ ওয়ার্ল্ড টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপও। কন্ডিশন আর ফর্ম যেমনই থাক, আইসিসি টুর্নামেন্টে শেষ চারে ওঠাকে রীতিমতো ‘রুটিন’ বানিয়ে ফেলেছিল নিউজিল্যান্ড। অথচ সেই দলটিই এবার পাঁচ দলের গ্রুপ থেকে বাদ প্রথম পর্বেই!
নিউজিল্যান্ডের আইসিসি টুর্নামেন্টে প্রথম ধাপ পেরোতে না পারার সর্বশেষ ঘটনাটি ২০১৪ সালের। সে বার বাংলাদেশে অনুষ্ঠিত টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে নিউজিল্যান্ড খেলেছিল সুপার টেন পর্ব থেকে। কার্যত যা প্রথম পর্ব। র‍্যাঙ্কিংয়ের শীর্ষ আটে থাকার সুবিধায় টুর্নামেন্ট শুরু করলেও সেখানেই থেমে গিয়েছিল ব্রেন্ডন ম্যাককালামের দল। ২০১৬ সালে প্রকাশিত আত্মজীবনী ‘ডিক্লেয়ার্ড’-এ ম্যাককালাম লিখেছিলেন, ওই ‘মুহূর্তটা ছিল বালুরেখা’র মতো। যার বাইরে আর যাওয়া যায় না। তবে একই বছরের জুনের স্মৃতি বর্ণনা করতে ম্যাককালামের লেখায়

ছিল উচ্ছ্বাসের সুর। সেবার টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের পর ওয়েস্ট ইন্ডিজ সফরে গিয়েছিল নিউজিল্যান্ড। সিরিজের তৃতীয় টেস্টের শেষ দিনে ৫৩ রানে ম্যাচ জিতে সিরিজ ২-১ ব্যবধানে জেতে ম্যাককালামের দল। সেটি ছিল ২০০২ সালের পর ওয়েস্ট ইন্ডিজের মাটিতে নিউজিল্যান্ডের প্রথম সিরিজ জয়। শুধু তাই নয়, বাংলাদেশ ও জিম্বাবুয়ে বাদ দিলে সেটিই ছিল এক যুগের মধ্যে কিউইদের প্রথম অ্যাওয়ে সিরিজ জয়। উচ্ছ্বসিত ম্যাককালাম তাঁর বইয়ে ক্যারিবীয়দের বিপক্ষে সিরিজ জয়কে উল্লেখ করেছিলেন ‘আমার নিউজিল্যান্ড ক্যারিয়ারের সবচেয়ে গৌরবময় মুহূর্ত’ বলে।
ম্যাককালামের বর্ণ্যাঢ্য ক্যারিয়ারের গৌরবের মুহূর্তে জড়িয়ে থাকা সেই দলের বেশির ভাগই পরবর্তী এক দশকে কিউই ক্রিকেটের নিয়মিত মুখ হয়ে থেকেছেন। ইলিয়ামসনের বয়স ছিল ২৪-এর কাছাকাছি, টিম সাউদি ২৫, জিমি নিশাম ২৩, টম ল্যাথাম ২২ আর ইশ সোধি ২১ বছর। এদের সবাই পরের ১০ বছরে নিউজিল্যান্ডের হয়ে এক শর বেশি আন্তর্জাতিক ম্যাচ খেলেছেন। এর মধ্যে উইলিয়ামসন আর সাউদির টেস্টসংখ্যাই এক শ হয়ে গেছে। টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপ বাদে আর কোনো ট্রফি না আসুক, নিয়মিতই শেষ চারে খেলার অন্যতম কারণই ছিল দীর্ঘদিন একসঙ্গে খেলার অভিজ্ঞতা। সেই ধারাবাহিকতায় তৈরি করা হয়েছিল এবারের বিশ্বকাপের দলও। ২০২২ বিশ্বকাপে খেলা দলের ১৩ জনকেই দেওয়া আরেকটি বিশ্বকাপ জার্সি। ১৫ জনের দলে বয়সে চতুর্থ সর্বকনিষ্ঠ যিনি, সেই মার্ক চ্যাপম্যানও আগামী ২৭ জুন ত্রিশ বছর পূর্তির কেক কাটবেন।
কিন্তু অভিজ্ঞতা কিংবা সর্বশেষ ছয় আইসিসি টুর্নামেন্টের সাফল্য—কোনোটাই এ যাত্রায় আর নিউজিল্যান্ডকে উদ্ধার করতে পারেনি। প্রথমে আফগানিস্তানের কাছে মাত্র ৭৫ রানে অলআউট হয়ে ৮৪ রানের বড় হার, যা আফগানদের কাছেই আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে প্রথম হার। এরপর ওয়েস্ট ইন্ডিজের কাছে হার ১৩ রানে। পরিস্থিতির ভয়াবহতা বোঝাতে গিয়ে কোচ গ্যারি স্টিড তাই অকপটে বলে ফেলেন, ‘কিছুটা ফাঁকা ফাঁকা লাগছে। ছেলেরা হতাশ। এখানে এসেছিলাম ম্যাচ জিততে, টুর্নামেন্ট জিততে।’
টুর্নামেন্ট জয়ের লক্ষ্য নিয়ে আসা একটি দল কেন প্রথম পর্বেই বিদায় নিচ্ছে, এ নিয়ে কাঁটাছেড়ে করছেন অনেকেই। অনেকের কথায় উঠে এসেছে প্রস্তুতির অভাবের কথা। গত ফেব্রুয়ারির পর নিউজিল্যান্ডের বিশ্বকাপে থাকা খেলোয়াড়েরা একসঙ্গে ম্যাচ খেলেননি। মধ্যে পাকিস্তানে গিয়ে পাঁচ টি-টোয়েন্টির সিরিজ খেললেও সেটি ছিল দ্বিতীয় সারির দল। বিশ্বকাপ দলের ৯ জনই ছিলেন আইপিএলে। আইসিসি যখন আনুষ্ঠানিক প্রস্তুতি ম্যাচের সূচি ঠিক করছিল, তখন খেলোয়াড় স্বল্পতার কথা ভেবে ম্যাচ নেয়নি নিউজিল্যান্ড। তবে শেষ দিকে চাইলেও তত দিনে আর ম্যাচের ব্যবস্থা হয়নি। আর তাই প্রস্তুতি ছাড়াই বিশ্বকাপের মঞ্চে খেলতে নামে নিউজিল্যান্ড, ফলাফল গায়ানায় আফগানিস্তান আর ত্রিনিদাদে ওয়েস্ট ইন্ডিজের কাছে হারের হতাশা।
আজকের আফগানিস্তান-পাপুয়া নিউগিনি ম্যাচের পর যা আর হারের হতাশায় সীমাবদ্ধ নেই। নিউগিনিকে হারিয়ে আফগানদের সুপার এইট নিশ্চিত নিউজিল্যান্ডের জন্য খুলে দিয়েছে টুর্নামেন্ট থেকে বিদায়ের দরজা। একই সঙ্গে বিদায়ের ক্ষণ এনে দিয়েছে সোনালি এক প্রজন্মেরও, যারা আট বছরের মধ্যে খেলেছে দুটি ফাইনালসহ ছয়টি সেমিফাইনাল। ভারত-শ্রীলঙ্কায় হতে যাওয়া ২০২৬ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপেও হয়তো কেউ কেউ থেকে যাবেন। কিন্তু কিউই ক্রিকেটের সাফল্যের পথচলাটা ক্যারিবিয়ান দ্বীপে থেমেই গেল!

২০২৪ বিশ্বকাপের দল পরিচিতি

নেপাল: ক্রিকেটপাগল দেশের বড় স্বপ্ন

আপনজন ডেস্ক: ৫০ ওভারের ক্রিকেটে প্রথম ১০ উইকেট নেওয়া বোলার কে? নেপালের মেহবুব আলম, ২০০৮ সালে মোজাম্বিকের বিপক্ষে। নেপাল ক্রিকেট নিয়ে অনেকের আগ্রহ বলতে বড়জোর এতটুকুই। সন্দীপ লামিচানেকেও চিনতে পারেন অনেকে। তিনি নেপাল ক্রিকেটের উঠে আসার সারথি। নেপালের প্রথম ওয়ানডে দলে ছিলেন, আইপিএল, বিগ ব্যাশ, পিএসএল মাতিয়েছেন, মাতানোর কথা ছিল বিশ্বও, কিন্তু ধর্ষণের অভিযোগে ছিলেন জেলে বন্দী। পরে খালাস পেলেও তাঁর ভিসা দেয়নি বিশ্বকাপের সহআয়োজক যুক্তরাষ্ট্র। তবু নেপাল যে তাঁকে দলে চায় সেটা নিশ্চয়ই আপনার জানা।
ইন্টারনেটে সার্চ দিলে দেখবেন, নেপাল ক্রিকেটপাগল দেশ। আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে তাদের সমর্থকদের আলাদা খ্যাতি আছে। নেপালে ক্রিকেট জনতার কাতারে নেমে এসেছে বেশ পরে। একসময় রাজা ও অভিজাতদের খেলা ছিল। জনপ্রিয়তা বেড়েছে নব্বইয়ের দশকে।
১৯৯৯ এসিসি ট্রফিতে বাংলাদেশের বিপক্ষে জয়, ২০০২ এশিয়া কাপে সুযোগ পাওয়া (টুর্নামেন্টটি হয়নি) এবং তারপর ২০০৮ অনূর্ধ্ব-১৯ বিশ্বকাপে নিউজিল্যান্ডকে হারানো; আন্তর্জাতিক ক্রিকেট নেপালে নজর ফেরাতে বাধ্য হয়। ছয় বছর পর প্রথম টি-টোয়েন্টি ম্যাচ খেলে নেপাল; ২০১৪ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে হংকংয়ের বিপক্ষে, বাংলাদেশের মাটিতে।
সেই দলের পেস অলরাউন্ডার সোমপাল কামি আছেন এবারের দলে। রোহিত পৌডেলের নেতৃত্বে নেপালের দলটা বেশ তরুণ। তবে চমক নেই। নেপালের ক্রিকেটের সাম্প্রতিক উত্থানের বার্তা আরও ভালোভাবে ছড়িয়ে দিতে বিশ্বকাপের চেয়ে ভালো মঞ্চ আর কী হতে পারে! তবে সেই ভালো কত ভালো? পরের রাউন্ডে ওঠার চিন্তাটা হয়তো বাড়াবাড়িই। অন্তত একটি অঘটন ঘটাতে পারলেও সেটাই হবে দুর্দান্ত পারফরম্যান্স। ১০ বছর পর টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে ফিরে সেটা কি পারবে নেপাল?

স্কোয়াড

রোহিত পৌডেল
অধিনায়ক, অলরাউন্ডার
আসিফ শেখ
উইকেটকিপার ব্যাটসম্যান
অনিল কুমার শাহ
ব্যাটিং অলরাউন্ডার
কুশল ভুরতেল
ব্যাটসম্যান
কুশল মাল্লা
ব্যাটিং অলরাউন্ডার
দীপেন্দ্র সিং ঐরী
ব্যাটসম্যান
ললিত রাজবংশী
বাঁহাতি স্পিনার
করণ কেসি
অলরাউন্ডার
গুলশান ঝা
পেসার
সম্পাল কামি
পেস বোলিং অলরাউন্ডার
প্রতিস জিসি
পেস বোলিং অলরাউন্ডার
সন্দীপ জোরা
ব্যাটসম্যান
অবিনাশ বোহারা
পেসার
সাগর ঢকাল
বাঁহাতি স্পিনার
কমল সিং ঐরী
পেসার

জার্মান অধিনায়কের অতীত ঘিরে বিতর্ক

আপনজন ডেস্ক: স্বাগতিক জার্মানি ও স্কটল্যান্ডের ম্যাচ দিয়ে আজ শুরু হবে ইউরো ২০২৪। তবে মিউনিখের আলিয়াঞ্জ অ্যারেনা স্টেডিয়ামে উদ্বোধনী ম্যাচ খেলতে মাঠে নামার আগেই জার্মান অধিনায়ক ইলকায় গুন্দোয়ানকে ঘিরে তৈরি হয়েছে বিতর্ক।
গুন্দোয়ানকে দিয়ে এবারই প্রথম বড় টুর্নামেন্টে বিদেশি বংশোদ্ভূত কাউকে অধিনায়ক করেছে জার্মানি। লম্বা সময় ধরে দলটিতে নানা ধর্ম, বর্ণ ও জাতির খেলোয়াড়দের অংশগ্রহণ দেখা গেলেও অধিনায়কের আর্মব্যান্ড পরা হয়নি কারোরই। ফলে গুন্দোয়ানের অধিনায়ক হওয়াকে বিশেষ ঘটনা হিসেবেই দেখা হচ্ছিল। ১৯৯৮ সালের পর থেকেই মূলত বিদেশি বংশোদ্ভূত খেলোয়াড়দের সংখ্যা বাড়ছিল জার্মানি দলে। সেই সময় থেকে এখন পর্যন্ত ৩০ জন খেলোয়াড় খেলেছেন দলটিতে। যদিও জার্মানি দলে প্রথম বিদেশি বংশোদ্ভূত খেলোয়াড় দেখা গিয়েছিল ১৯৭৪ সালে। সেবার দলে জায়গা পেয়েছিলেন আফ্রো-আমেরিকান ফুটবলার এরভিন কোসটাডে। এ সংখ্যা পরবর্তী সময়ে ধীরে ধীরে আরও বেড়েছে। জার্মানির এবারের ইউরো দলেও আছেন বেশ কজন বিদেশি বংশোদ্ভূত খেলোয়াড়। তবে এবার সবচেয়ে বড় চমক ছিল তুর্কি বংশোদ্ভূত গুন্দোয়ানের অধিনায়ক হওয়ার ঘটনা। যদিও পুরো ঘটনা এখন বিতর্কে রূপ নিয়েছে। ইউরো শুরুর দুই সপ্তাহ আগেই শুরু হয় এ বিতর্ক। জার্মানির ভেস্ট ডয়চে রুন্ডফুঙ্ক নামের রেডিও ও টেলিভিশন মাধ্যমের এক সমীক্ষায় জানানো হয়, জার্মানির ২০ শতাংশের বেশি মানুষ দেশের ফুটবল দলের অধিনায়ক হিসেবে একজন খাঁটি শ্বেতাঙ্গ জার্মানকে দেখতে চান। এ সমীক্ষায় দেখা গেছে, প্রতি পাঁচজনের মধ্যে একজন মনে করেন, আরও বেশি শ্বেতাঙ্গ খেলোয়াড় জাতীয় দলে খেললে ভালো হতো। পাশাপাশি সমীক্ষায় অংশ নেওয়া ১৭ শতাংশ মানুষ মনে করেন, তুর্কি বংশোদ্ভূত কাউকে জার্মানি দলের অধিনায়ক করাটাও লজ্জাজনক দৃষ্টান্ত হয়েছে। ইউরোর আগে বিষয়টি নিয়ে মুখ খুলেছেন গুন্দোয়ানও। জার্মানির স্পিগেল পত্রিকায় এক সাক্ষাৎকারে বলেছেন, ‘আমি জার্মানদের মতো দেখতে না হলেও আমি জার্মান।’ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর যখন কাজের লোকের অভাব দেখা দিয়েছিল, তখন আশপাশের অনেক দেশ থেকে কাজের সন্ধানে লোকজন জার্মানিতে আসতে শুরু করে। সে ধরাবাহিকতাতে জার্মানিতে আসে গুন্দোয়ানের পরিবার। অতিথি শ্রমিক হিসেবে তুরস্কের বালিকেসির প্রদেশের একটি জেলা শহর দুরসুনবে থেকে ১৯৭৯ সালে জার্মানির খনিসমৃদ্ধ রুড় এলাকায় আসেন তিনি। গুন্দোয়ানের জন্ম ১৯৯০ সালে জার্মানির গেলসেনকির্চেন শহরে। তুর্কি মা-বাবার ছেলে গুন্দোয়ান বেড়ে উঠেছেন গেলসেনকির্চেন শহরেই। ফুটবলের প্রতি তাঁর ভালোবাসা শৈশব থেকেই। এরপর নিষ্ঠা ও পরিশ্রম তাঁকে নিয়ে আসে জাতীয় দলে। তবে সম্প্রতি গুন্দোয়ানকে নিয়ে যে বিতর্ক সৃষ্টি হয়েছে, তা নিয়ে হতাশ তিনি। অভিবাসী ইতিহাস থাকায় জাতীয় দলের খেলোয়াড়দের প্রতি জার্মানির অনেক লোকের এমন নেতিবাচক মনোভাব দেখে বেদনাহত হয়েছেন তিনি। বলেছেন, ‘আমরা সবাই জানি যে সমস্যাটি বিশ্বব্যাপী বিদ্যমান।’ তবে বিষয়টি তাঁকে অবাক করেনি বলেও জানিয়েছেন ৩৩ বছর বয়সী এই বার্সা মিডফিল্ডার।

ইংল্যান্ডকে বিদায় করতে ‘কারসাজি’ করবে না অস্ট্রেলিয়া: কামিন্স

আপনজন ডেস্ক: ব্যাপারটা বেশ মজার।
অস্ট্রেলিয়ার পেসার জশ হ্যাজলউড ইঙ্গিত দিয়েছেন, ইংল্যান্ডকে গ্রুপ পর্ব থেকে বিদায় করে দিতে স্কটল্যান্ডের বিপক্ষে ম্যাচে ফলের ব্যবধানে প্রভাব রাখতে পারে অস্ট্রেলিয়া। এরপর আলোচনায় আসে আইসিসি আচরণবিধির এক ধারা, যেখানে বলা আছে, তৃতীয় একটি দলকে ক্ষতিগ্রস্ত করার ভাবনায় উদ্দেশ্যমূলক ক্রিকেট খেললে নিষিদ্ধ হবেন অধিনায়ক। এবার বিষয়টিতে ‘আক্রমণাত্মক’ অবস্থান বদলে ‘রক্ষণাত্মক’ খেলা শুরু করেছে অস্ট্রেলিয়া!
অস্ট্রেলিয়ার পেসার প্যাট কামিন্সের কথায় তেমনই ইঙ্গিত। বলেছেন, ইংল্যান্ডকে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের গ্রুপ পর্ব থেকে বিদায় করতে অস্ট্রেলিয়া কখনোই নিজেদের রান রেটের ওপর প্রভাব ফেলার চেষ্টার কথা ভাববে না। কামিন্স বিশ্বাস করেন, এমন কৌশল খেলার চেতনাবিরোধী। অ্যান্টিগায় গতকাল ভারতীয় সময় রাত ১১টায় শুরু ম্যাচে ওমানের বিপক্ষে ১০১ বল হাতে রেখে ৮ উইকেটের বিশাল ব্যবধানে জিতেছে ইংল্যান্ড। এই ম্যাচের আগে হিসাবটা ছিল এমন, অস্ট্রেলিয়া তাদের শেষ ম্যাচে স্কটল্যান্ডের বিপক্ষে কম ব্যবধানে

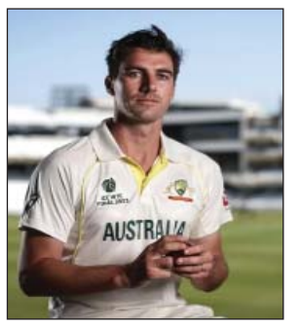

জিতলে গ্রুপ পর্ব থেকেই বাদ পড়তে পারে ইংল্যান্ড। কিন্তু ওমানের বিপক্ষে বড় ব্যবধানে জয়ের পর ইংল্যান্ডের সেই শঙ্কা কেটেছে। এখন সমীকরণ উল্টে গেছে। ইংল্যান্ড তাদের শেষ ম্যাচে যদি নামিবিয়াকে হারাতে পারে, তাহলে স্কটল্যান্ডকে সুপার এইটে উঠতে অস্ট্রেলিয়াকে হারাতে হবে।
কামিন্সের দাবি, হ্যাজলউডের কথাটা সিরিয়াস ছিল না। যদিও অস্ট্রেলিয়ার টেস্ট অধিনায়ক কামিন্স নিজেই গত বছর অ্যাশেজে লর্ডস টেস্টে জনি বেয়ারস্টোর স্টাম্পিং নিয়ে বিতর্কের কেন্দ্রবিন্দুতে ছিলেন। ইংল্যান্ড-ওমান ম্যাচের আগে সেন্ট লুসিয়ায় সংবাদকর্মীদের কামিন্স বলেছেন, ‘মাঠে খেলার জন্য নেমে সব সময় নিজের সেরাটাই দিতে হয়। তা না হলে সেটা সম্ভবত খেলার চেতনাবিরোধী। এটা নিয়ে (ইংল্যান্ডকে বিদায়ের চেষ্টা) খুব বেশি ভাবিনি, কারণ ব্যাপারটা মাথায় আসেনি।’ কামিন্স এরপর বলেছেন, ‘জশির (হ্যাজলউড) সঙ্গে কথা হলো। সেদিন সে মজা করেছে। ব্যাপারটা একটু অপ্রাসঙ্গিকও হয়েছে। আমরা স্কটল্যান্ডের বিপক্ষে জেতার চেষ্টাই করব, যারা এখন পর্যন্ত ভালো একটি টুর্নামেন্ট কাটাচ্ছে এবং কাজটা কঠিনও হবে। দলের অংশ হিসেবে আপনি এটা (রান রেট) নিয়ে মজা করতে পারেন। কিন্তু যদি বলেন তাতে আমাদের খেলার ধারা বদলাবে কি না, সেটা অবশ্যই নয়। (দলের) অন্যদের মতো আমিও কখনো জেতার লক্ষ্য এবং আক্রমণাত্মক মানসিকতা ছাড়া মাঠে নামিনি।’ এর আগে নামিবিয়াকে হারিয়ে অস্ট্রেলিয়ার সুপার এইট নিশ্চিতের পর হ্যাজলউড বলেছিলেন, ‘এই টুর্নামেন্টের কোনো না কোনো পর্যায়ে হয়তো ইংল্যান্ডের মুখোমুখি হতে হবে...নিজেদের দিনে তারা সেরা দলগুলোর একটি। টি-টোয়েন্টিতে তাদের বিপক্ষে আমরা ভুগেছিও। তাই টুর্নামেন্ট থেকে তাদের বিদায় করাটা আমাদের জন্য তো ভালো বটেই, সম্ভবত অন্যদের জন্যও।’

মেসি-ম্যারাডোনার পর কি দি মারিয়াই সেরা

আপনজন ডেস্ক: ২০২১ কোপা আমেরিকা ফাইনাল, ২০২২ ফাইনালিসিমা এবং ২০২২ বিশ্বকাপ ফাইনাল—শিরোপা নির্ধারণী এই তিনটি ফাইনালের মধ্যে একটি সাদৃশ্য আছে। তিনটি ফাইনালেই আর্জেন্টিনার শিরোপা জয়ে গোল করেছেন আনহেল দি মারিয়া। এ ছাড়া বিভিন্ন সময়ে আর্জেন্টিনার হয়ে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছেন এই উইঙ্গার। সাম্প্রতিক সময়ে আর্জেন্টিনার অপ্রতিরোধ্য হয়ে ওঠার অন্যতম নায়কদের একজনও দি মারিয়া। কিন্তু এত অবদান রাখার পরও দি মারিয়া প্রাপ্য প্রশংসাটুকু পান কি না, তা নিয়ে প্রশ্ন আছে আর্জেন্টিনার অনেক সমর্থকের মনেও। এর মধ্যে দি মারিয়াকে প্রশংসায় ভাসিয়েছেন সাবেক আর্জেন্টাইন মিডফিল্ডার এবং দেশটির বয়সভিত্তিক দলের কোচ হ্যাভিয়ের মাচেরানো। বলেছেন, ডিয়েগো ম্যারাডোনা এবং লিওনেল মেসিকে বাদ দিলে দি মারিয়া গত কয়েক দশকে আর্জেন্টিনার সেরা খেলোয়াড়দের একজন।
দি মারিয়া ও মাচেরানো একসঙ্গে তিনটি বিশ্বকাপ এবং তিনটি কোপা আমেরিকায় খেলেছেন। জাতীয় দলে একসঙ্গে সাফল্য না পেলেও ২০০৮ সালে দেশটির হয়ে বেইজিংয়ে সোনার পদক জিতেছিলেন তাঁরা। মাচেরানো ফুটবলকে বিদায় জানান ২০১৮ সালে। আর দি মারিয়া বিদায় নেবেন এবারের কোপা আমেরিকা শেষে। মাচেরানো অবশ্য দি মারিয়াকে অলিম্পিকেও পেতে চেয়েছিলেন, বেনফিকা তারকা নিজেই সে প্রস্তাব না করে দেন।

মুদ্রক, প্রকাশক ও স্বত্বাধিকারী জাইদুল হক কর্তৃক ৯৪/২ কলিন স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০১৬ থেকে প্রকাশিত ও সমর প্রিন্টেক, ২৯ তপসিয়া রোড সাউথ, কলকাতা-৭০০০৪৬ থেকে মুদ্রিত। **সম্পাদকীয় দফতর:** আপনজন পাবলিকেশন, ৬ কিড স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০১৬। সম্পাদক: **জাইদুল হক**।
Printed, Published and owned by Zaidul Haque, Published from 94/2 Collin Street, Kolkata-700016, Printed at Samar Printech, 29 Topsia Road South, Kolkata-700046. **Editorial Office:** 6 Kyd Street, Kolkata-700016. M: 9748892902 **Editor: Zaidul Haque**